ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-270 ■ 10 July, 2025 ■ আগরতলা ১০ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৫ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বর্ষণে দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গা প্লাবিত

ধ্বস পড়ে বন্ধ গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়ক

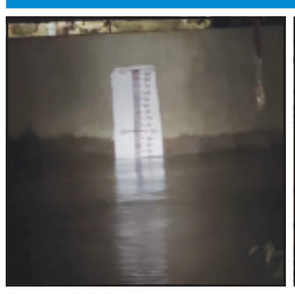

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / গন্ডাছড়া / বিলোনীয়া / উদয়পুর / সোনামুড়া, ৯ জুলাই।। দক্ষিণ জেলা তথা বিলোনিয়ার বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই স্থিতিশীল। গতকাল রাত থেকে এখনো পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় জমা জল অনেকটাই নেমেছে। একই সাথে মুহুরী নদীর জল স্তরও অনেকটা নিম্নমুখী রয়েছে। গতকালের ১৫.৭০ থেকে অনেকটা নিচে নেমে মুহুরী নদীর জল বর্তমানে ১৪.৩০ রয়েছে। সারাদিন হালকা বৃষ্টি থাকলেও সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি বন্ধ রয়েছে। তবে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ রাত এবং আগামীকাল বিলোনিয়াতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই লাল সতর্কতা জারি রয়েছে বিলোনিয়াতে।

আজ সন্ধ্যা নাগাদ দক্ষিণ জেলার কোটা পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তুলে ধরেন জেলাশাসক মোঃ সাজ্জাদ পি। তিনি জানান সাব্রুম মহকুমাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। শান্তির বাজার মহকুমায় চারটি এবং বিলোনিয়া মহকুমায় ১২টি মোট দক্ষিণ জেলায় ১৬ টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। যদিও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দক্ষিণ জেলায় ১২৬টি অস্থায়ী শিবির প্রস্তুত রেখেছে দক্ষিণ জেলা প্রশাসন। বর্তমানে জেলার এই ১৬ টি শিবিরে ২৪১ টি পরিবারের ৮শতাধিক মানুষ রয়েছেন। যেখানে শুধুমাত্র বিলোনিয়া মহকুমাতে বারটি শিবিরে ২৩১ পরিবারের ৭৫৭ জন রয়েছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই অর্থাৎ ৯০ু এর বেশি শহর এলাকায়।

জেলাশাসক আরো জানান যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা সদা সতর্ক রয়েছে জেলা প্রশাসন। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের কাছে ১২টি বোট রয়েছে। দক্ষিণ জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা তৈরি রেখেছে যেখানে দুই শতাধিক সিভিক ভলেন্টিয়ার ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। ইতিমধ্যে আজ রাতের জন্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় এনডিআরএফ টিমকে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সব সময় বিলোনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং সব ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান জেলাশাসক।

এদিকে, কয়েকদিনের টানা বর্ষণে গোটা রাজ্যেই বন্যার সংকেত পরিলক্ষিত হচ্ছে। লাগাতর চরম বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তাঘাট মাটির ধস, গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিপাতে বুধবার গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়ক বন্ধ রয়েছে।

জানা গিয়েছে লাগতার বৃষ্টিতে মঙ্গলবার রাতের কোন এক সময়ে গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়কের বাবুসাই এলাকার কয়েকটি স্থানে মূল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী ২ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, দক্ষিণে লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। *আগামী দুদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপশি দক্ষিণ জেলায় বহাল থাকছে লাল সতর্কতা। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং এর আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত নিম্নচাপ অঞ্চলটি আজ ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে। এর সাথে যুক্ত ঘূর্ণিঝড়টি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিমি উপরে বিস্তৃত। আগামী ২ দিন ধরে এটি ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর ছত্তিশগড় জুড়ে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।*

গড় সমুদ্রপৃষ্ঠে মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ এখন অমৃতসর, চণ্ডীগড়, নাজিবাবাদ, শাহজাহানপুর, কানপুর, ডাল্টনগঞ্জ, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল এবং সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করছে। এর প্রভাবে রাজ্যের উপর আর্দ্রতা অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা খুবই বেশি।

এদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে ৮ জুলাই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। : দেশের ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আজ নয়া শ্রম কোড বাতিল করা সহ একাধিক দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কিন্তু সেই ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়ল না রাজ্যে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাজার হাট, দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে এবং যানবাহনও চলাচল শুরু করেছে। এই ধর্মঘট ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গোটা রাজ্যে পুলিশ, টি এস আর এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'ভারত বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস, হিন্দ মাজদুর সভা, সেল্ফ-এমপ্লয়েড উইমেন'স অ্যাসোসিয়েশন, লেবার প্রগ্রেসিভ ফেডারেশন, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সহ আরও অনেক সংগঠন। ওই সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষক

সংগঠন যেমন সংযুক্ত কিসান মোর্চা, রেলওয়ে, এনএমডিসি লিমিটেড, স্টিল শিল্পের শ্রমিক সংগঠন ও গ্রামীণ শ্রমিক সংগঠনগুলিও এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। মূলত, সংসদে পাশ হওয়া চারটি নতুন শ্রম কোডের বিরোধিতা এই আন্দোলনের কেন্দ্রে।

শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এই কোডগুলি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করে, কাজের সময় বাড়ায় এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দায়িত্ব কমিয়ে দেয়। সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং বৃদ্ধি এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রসারএসবেরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

কিন্তু সেই ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়ল না রাজ্যে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাজার হাট, দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে এবং যানবাহনও চলাচল শুরু করেছে।রাজ্যের সর্বত্রই স্বাভাবিক জনজীবন, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস, সর্বত্রই স্বাভাবিক রয়েছে। এই ধর্মঘট ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মঘটকে প্রত্যাখান করেছে রাজ্যবাসী ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। দেশের ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধকে প্রত্যাখ্যান করেছে রাজ্যবাসী। আসলে ত্রিপুরাবাসী তাঁদের রাজনীতিকে আর মানছে না। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার সিআইটিইউ-র নেতৃত্বরা দাবি করছেন ধর্মঘটের ব্যাপক সাড়া মিলেছে রাজ্যে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য়ালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছেন প্রদেশ বিজেপি সম্পাদক তাপস মজুমদার।

প্রদেশ বিজেপি সম্পাদক তাপস মজুমদার বলেন, দেশটি ট্রেড ইউনিয়নেট ডাকা ধর্মঘটকে ব্যর্থ করেছে রাজ্যবাসী। আজ রাজ্যের সর্বত্রই স্বাভাবিক জনজীবন, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস, সর্বত্রই স্বাভাবিক রয়েছে। এই ধর্মঘট ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। দু-একটি জায়গায় সমস্যার সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই ঃ পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। *দেশের দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটের রাজ্যে প্রভাব দেখা যায়নি। কোথাও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। পাশাপাশি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সহ গাড়ির চালকরা এই ধর্মঘটকে বয়কট করেছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই* ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া মিলেছে ঃ সিটু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। দেশের দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া মিলেছে রাজ্যে, সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত।

উল্লেখ্য, ৯ই জুলাই দেশব্যাপী দশটি ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন রাজ্যে এই ধর্মঘটের সার্থকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিআইটিইউ রাজ্যসম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত দাবি করেন, শহর থেকে শুরু করে গ্রাম্য জনপদে সব জায়গাতেই এই ধর্মঘটে জনগণ সর্বাত্মকভাবে সাড়া দিয়েছেন। পরিবহনক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা, সব অংশেই এদিন রাজ্যে ধর্মঘটের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর দাবি, ৮০ শতাংশ যানচালক এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন। এদিন কৈলাসহর, রাধানগর, উদয়পুর সহ বিভিন্ন গাড়ির স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি বের হয়নি। কয়েকটি জায়গায় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। গতকাল রাতে বিশালগড় থানা এলাকার কুখ্যাত নেশা কারবারি প্রেমতোষ রায়ের বাড়িতে হানা দিয়েছে পুলিশ। হানা দিয়ে ১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ৫৯৭০ টাকা সহ একটি গাড়ি ও একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। সাথে দুইজনকে গ্রেফতার করে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন।

বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে রাউৎখলা এলাকায় প্রেমতোষের বাড়িতে নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ৫৯৭০ টাকা সহ একটি গাড়ি ও একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। সাথে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

১৩ জুলাই ৫১ শক্তিপীঠ পার্কের শিলান্যাস ও ভূমি পূজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। আগামী ১০ জুলাই, ২০২৫ বেলা ১০.৪৫ মিনিটে উদয়পুরের বনদুয়ারস্থিত "৫১ শক্তিপীঠ" পার্কের "শিলান্যাস" ও "ভূমি পূজন" অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কারণবশতঃ উক্ত অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার কর্তৃক উক্ত অনুষ্ঠানটি উদয়পুরের বনদুয়ারে আগামী ১৩ জুলাই, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন

অর্গানিক ইন্ডিয়ার পথ প্রদর্শক হতে পারে অর্গানিক ত্রিপুরা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর রাজ্যে ২৫,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমিকে সার্টিফায়েড অর্গানিক জমিতে পরিণত করেছে। পাশাপাশি, গত তিন বছরে রাজ্য থেকে ১,৩৩২ মেট্রিক টনেরও বেশি অর্গানিক পণ্য যার মধ্যে রয়েছে সুগন্ধি চাল, বার্ডস আই লঙ্কা, আদা, হলুদ ও আনারস যা দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। এদিকে, আজ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনে ৩২.৯৫ কোটি টাকার ৪০টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তাই, রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রত্যয়ের সুরে বলেন, 'অর্গানিক ইন্ডিয়ার' পথপ্রদর্শক হতে পারে 'অর্গানিক ত্রিপুরা'।

৩২.৯৫ কোটি টাকার ৪০ টি চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনে মোট ৩৭ জন ক্রেতা অংশগ্রহণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন বহি:রাজ্যের, বাকিরা ত্রিপুরার বাসিন্দা। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন অর্গানিক পণ্য ক্রয়ের জন্য মোট ৪০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাতে ৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হবে। বুধবার আগরতলার একটি নামি হোটেলে আয়োজিত প্রথম অর্গানিক ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনে এ একথা জানান রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, আজকের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়ি। ওই ঘটনায় বামুটিয়া বেরীমুড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই দূর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন ৫ যাত্রী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বামুটিয়া বেরীমুড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়ি। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। ওই দূর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন ৫ যাত্রী।

ভূমিধ্বসে বাতিল বহু ট্রেন, দুর্ভোগ অব্যাহত ত্রিপুরা ও বরাকবাসীর

মালিগাঁও, ৯ জুলাই ।। স্বাভাবিক হয়নি লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি অঞ্চল। ভূমিধসের কারণে আরো ট্রেন বাতিল ও আংশিক বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। ফলে, ত্রিপুরা ও বরাকবাসীর দূর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে।

লামডিং ডিভিশনের মুপা-দিহাখো স্টেশনের মাঝখানে (কেএম-৫১/১-২) প্রবল ভূমিধসের ফলে লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। পার্শবর্তী পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে মাটি, পাথর, বোল্ডারসহ ধস নেমে রেল লাইনের উপর পড়ায় ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে এবং সেখানে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, যাত্রীদের সুবিধার্থে গুয়াহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনে সহায়তা ডেস্ক চালু করা হয়েছে।

তিনি জানান, ভূমিধসের কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল ও আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ১১ জুলাই ট্রেন নম্বর ১২৫০৩ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু --- আগরতলা) হুমসফর এক্সপ্রেস এবং ১৩ জুলাই ট্রেন নম্বর ১২৫১৫ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল --- শিলচর) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, ৮ জুলাই ট্রেন নম্বর ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ --- সাব্রুম) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লামডিং পর্যন্ত চলবে এবং লামডিং থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে।

তিনি জানান, ৭ জুলাই ট্রেন নম্বর ১৪৬২০ (ফিরোজপুর ক্যান্ট — আগরতলা) এক্সপ্রেস লামডিং পর্যন্ত চলবে এবং লামডিং থেকে আগরতলা পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে।তেমনি, ৯ জুলাই ট্রেন নম্বর ১৩১৭৬ (শিলচর --- শিয়ালদহ) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস লামডিং থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে। ১০ জুলাই, ট্রেন নম্বর ১২৫২০ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১০ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রযুক্তি বদলাইয়া দিয়াছে নতুন প্রজন্মকে

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ সবকিছুকে হাতের নাগালের মধ্যে পাইতেছেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই মাধ্যম সমাজ ব্যবস্থাকে নানা ভাবে বিপথে পরিচালিত করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। ইহা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে। অন্যতায় নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে এআই প্রযুক্তি নানা জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে। সেই কারণেই আগে ফাঁকে আটঘাট বাধিয়া এই বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে এর দায় কিন্তু সরকার বা প্রশাসন অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিষয়টি নিয়া জনগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করিতে হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই ধরনের প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। থান কাল পাত্র বিশেষে এর প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের যেমন আশীর্বাদ রহিয়াছে ঠিক তেমনি অভিশাপও রহিয়াছে। আমাদেরকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অভিশাপকে অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। সোশ্যাল মিডিয়া খুলিলেই যে বিষয়টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এআই প্রযুক্তি। এআই দিয়া জানা যাইতে পারে বছর ২০ পরে আপনাকে কেমন দেখিতে হইবে। শুধু তাই নয়, মানুষের চরিত্র কেমন হইবে সেটাও নাকি আন্দাজ করিতে পারে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া এমন অনেক কাজ করা যাইতে পারে যাহা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মানুষ কল্পনাও করিতে পারিবে না। সম্প্রতি শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়া সরব হইয়াছেন জনপ্রিয় টেকনিশিয়ানরা।সোশ্যাল মিডিয়ায় ''চ্যাট জিটিপি''র সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে ইতিমধ্যেই। সেখানে ''স্কাই''তে যে ভয়েস আছে সেটা নাকি একজন জনৈক ভয়েস আর্টিস্টের। যদিও সেই দাবি অস্বীকার করিয়াছে আমেরিকান টেক ফার্ম। তবে একটা সম্ভাবনা নিয়া ভয় তৈরি হইয়াছে ভয়েস আর্টিস্টদের মনে। অনেকেই মনে করিতেছেন, এআই যেভাবে শিল্পে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে আগামী দিনে শিল্পীদের অস্তিত্ব সংকটে।চ্যাটবোট বা নেভিগেশন সিস্টেমের জন্য, এমনকি কল সেন্টার থেকে আর্থিক পুনরুদ্ধারের কলের জন্য, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি তাহাদের ভয়েস নকল করিবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ এআই অ্যালগরিদমকে প্রশিক্ষণ দিতে ভয়েস শিল্পীদের কাছে ক্রমাগত যোগাযোগ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিল্পীদেরই প্রতিস্থাপন করিবে এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই এই নিয়া সরব হইয়াছেন বলিউডের অনেক অভিনেতারা। তাহার মধ্যে অমিতাভ বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, কুমার শানু রহিয়াছেন। প্রত্যেকেই জনপ্রিয় নিজ গুণে। বলিউডের ''বিগ বি''র কণ্ঠস্বরে মুগ্ধঅনুরাগীরা। কিন্তু সেই কণ্ঠ যদি নকল করিয়া প্রযুক্তি? এই নিয়া ইতিমধ্যেই মুম্বই হাইকোর্টে মামলা করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন গায়ক কুমার শানু। জ্যাকি শ্রফ রায়কে পাইয়াছেন পক্ষে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেভাবে ভয়েস নকল করিবার প্রয়াস জারি রাখি আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পক্ষেত্রেও সংকট তৈরি হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো স্তম্ভিত শিল্পী সমাজ। তথ্যপ্রযুক্তির এই ধরনের প্রয়াস সীমাবদ্ধতা করিবার জন্য বিভিন্ন মহল হইতে ইতিমধ্যেই দাবি উঠিয়াছে।

'নারী যখন তোলে, দেশ তখন উঠে দাঁড়ায়' মীরাবাই চানুর সঙ্গে মোদিনগরের ওজন উত্তোলন অ্যাকাডেমি সফরে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাখা খাড়সে

মোদিনগর, ৯ জুলাই : ''নারী যখন তোলে, দেশ তখন উঠে দাঁড়ায়''এই বার্তাকে সামনে রেখে আজ মোদিনগরের ''ওয়েটলিফটিং ওয়ারিয়ার্স অ্যাকাডেমি''-তে এক বিশেষ সফরে এলেন কেন্দ্রীয় যুব কার্য্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রাখা খাড়সে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিক পদকজয়ী মীরাবাই চানু, ভারতীয় ওজন উত্তোলন দলের প্রধান কোচ বিজয় শর্মা, ইন্ডিয়ান ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনের সভাপতি সহদেব যাদব এবং সিইও অশ্বিনী কুমার।

এই সফর ছিল শুধু একটি অ্যাকাডেমি পরিদর্শন নয়, বরং 'খেলো ভারত নীতি ২০২৫'—এর অন্তর্গত ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার এক দৃপ্ত পদক্ষেপ। আলোচনায় উঠে আসে ক্রীড়াবিদদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শক্তি ও কন্ডিশনিং, পুষ্টি এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান চর্চার অপরিহার্যতা।

'ওয়েটলিফটিং ওয়ারিয়ার্স অ্যাকাডেমি', যা প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতীয় প্রধান কোচ বিজয় শর্মা, আজ ভারতের অন্যতম সেরা ওজন উত্তোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং এই কেন্দ্রটি এখন প্রতিভা গড়ার এক নিখুঁত কারখানা।

এই আধুনিক অ্যাকাডেমিতে রয়েছে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত জিম, সুনির্দিষ্ট পুষ্টি বজায় রাখতে একটি নিজস্ব খাবার ব্যবস্থা, এবং আধুনিক ক্রীড়া বিজ্ঞান ও পুনর্বাসন সুবিধা। এখানকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কেবলমাত্র প্রচলিত কোচিং-এ সীমাবদ্ধ নয়; বরং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, ইনজুরি প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েছে। আবাসিক অংশে রয়েছে ৩০টি কক্ষ, যেখানে একসঙ্গে ৬০ জন ক্রীড়াবিদ থাকতে পারেন। বর্তমানে এখানে ৮-১৪ বছর বয়সী ৪০ জন নবীন ক্রীড়াবিদ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আছেন ১৫ জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং অলিম্পিক পদকজয়ী মীরাবাই চানু।

অ্যাকাডেমির তরুণ ক্রীড়াবিদ ও কোচদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতি খাড়সে বলেন, ''খেলো ভারত নীতি ২০২৫-এর আওতায় আমরা এমন একটি পরিকাঠামো গড়ে তুলছি, যা কেবল প্রতিভা আবিষ্কারই করবে না, বরং তাদের ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দেবে। আমি উপলব্ধি করেছিযখন নারী তোলে, তখন পুরো জাতি উঠে দাঁড়ায়। আমরা অঙ্গীকার করছি, কোনো প্রতিভা যাতে হারিয়ে না যায়, কোনো স্বপ্ন যাতে অপূর্ণ না থাকে।''

এই অনুষ্ঠানে মীরাবাই চানুর উপস্থিতি তরুণ ক্রীড়াবিদদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। তিনি নিজেই এই অ্যাকাডেমিতে নিয়মিত অনুশীলন করেন, এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাফল্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে। প্রতিমন্ত্রী খাড়সে তাঁর উপস্থিতির প্রশংসা করেন এবং বলেন, ''এই অ্যাকাডেমিতে মীরাবাই চানুর মতো চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে নবীন খেলোয়াড়দের ঘনিষ্ঠভাবে অনুশীলনের সুযোগ তাদের মানসিক ও শারীরিক গঠনে এক বড় সহায়ক।''

সফর শেষে শ্রীমতি খাড়সে বলেন, ''এ ধরনের অ্যাকাডেমি শুধু ক্রীড়া উন্নয়নের কেন্দ্র নয়, বরং জাতি গঠনের অংশ। কেন্দ্র সরকার এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করতে এবং দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রকে বৈশ্বিক মানচিত্রে আরও উচ্চস্থানে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

তিনি আরও জানান, খেলো ভারত নীতি ২০২৫-এর লক্ষ্য হল প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি প্রতিভাকে খুঁজে বের করে, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া এবং ভারতের ক্রীড়া ভবিষ্যৎকে একটি সুসংহত ও টেকসই কাঠামোর মাধ্যমে গড়ে তোলা।

মোদিনগরের 'ওয়েটলিফটিং ওয়ারিয়ার্স অ্যাকাডেমি' এখন কেবল একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, বরং ভারতের খেলাধুলার নতুন যুগের সূচক। নারী ক্রীড়াবিদদের সম্মান ও সুযোগ প্রদানের দিক থেকে এটি হয়ে উঠেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রাখা খাড়সে ও মীরাবাই চানুর যৌথ উপস্থিতি কেবল এই প্রতিষ্ঠানকেই নয়, বরং গোটা ক্রীড়াঙ্গনকেই এক নতুন অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

গুরু পূর্ণিমার ইতিহাস ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা

সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরু পূর্ণিমার মত দেবাঞ্জলির আজকের দিনেও বড় প্রয়োজন। এই অঞ্জলির মাধ্যমে, গুরুবন্দনার মাধ্যমে এই ধরিত্রীকে হিংসা মুক্ত করে শান্তির, ভালবাসার এক জ্যোৎস্নালোকিত মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করার দিন। গুরুপূর্ণিমার দিনটিতে তাই আজ প্রকৃত গুরুর প্রয়োজন। যিনি মানব জাতিকে দেবেন, জ্ঞান, বিবেক, বোধ। আর এই জ্ঞান, বিবেক, বোধ শক্তিই গড়ে তুলবে এক সুন্দর হিংসামুক্ত পৃথিবী।

পূর্ণিমা এই একটি কথার মধ্যে আছে এক প্রশান্তি, এক অনাবিল স্নিগ্ধতা। পূর্ণিমা শব্দটির বুৎপত্তি গত অর্থ ''পূর্ণের ভাব''। যে তিথিতে প্রতিপদের ক্ষীন শশিকলা পূর্ণতা লাভ করে, যার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দিয়ে এই ধরনি হয় স্নাত, যে সন্ধান দেয় ভুবন ভোলানো মায়াময় এক স্বপ্ন রাজ্যের, তাকেই আমরা ''পূর্ণিমা'' নামে জানি।

ছয়টি ঋতুর পরিমণ্ডলে আবৃত আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। বছরের গ্রীষ্ম প্রথম ঋতু, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসকে নিয়ে। দুটি মাসে দুটি পূর্ণিমা, প্রথমটি বৈশাখী পূর্ণিমা, দ্বিতীয়টি জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা, যে পূর্ণিমাটিতে হয় জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। বর্ষা ঋতুর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দুটি পূর্ণিমা। প্রথমটি আষাঢ়ের পূর্ণিমা যা সকলের কাছে প্রসিদ্ধ ''গুরু পূর্ণিমা'' হিসাবে, এই পূর্ণিমাকে 'ব্যাস পূর্ণিমাও' বলা হয়। দ্বিতীয় পূর্ণিমা, 'শ্রাবণী পূর্ণিমা' যার পরিচয় ''ঝুলন পূর্ণিমা'' নামে। এই পূর্ণিমাকে ''রাখি পূর্ণিমাও'' বলা হয়। এই পূর্ণিমায় রাখি উৎসব পালন করা হয়। অন্তরের প্রেম প্রীতির মধুর বন্ধনের প্রতীক রাখি বা মাঙ্গলিক সূত্র বন্ধন। আবার কথিত যে এই শ্রাবনী পূর্ণিমায় প্রথম মানব গোচর হন ''অমরনাথজী'' এবং এই পুণ্য তিথিতেই তিনি পূর্নবায়ব প্রাপ্ত হন। শরতের দুটির মধ্যে ''কোজাগরী'' পূর্ণিমাই সর্ববিদিত। এই পুণ্যতিথিতে ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলার অর্চনা করা হয়। ''কোজাগরী''-অর্থাৎ জাগরনের মন্ত্র বিশ্ব মানবকে শেখায় মোহ, নিদ্রা ত্যাগ করে ''শ্রী''র আরাধনায় ব্রতী হতে। এছাড়াও মহর্ষি বাল্মীকির আবির্ভাব দিবসও এই তিথিতে। অন্য পূর্ণিমাটি হল ভাদ্রী পূর্ণিমা। হেমন্তের পূর্ণিমার মধ্যে রাসপূর্ণিমার আধিক্ষ লক্ষ্য করা যায়। এই পূর্ণিমাতেই শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের শুভ আবির্ভাব ঘটে। শীত ঋতুর পৌষ পূর্ণিমার ভারতজুড়ে আরাধনা হয় শ্রী দাত্রী দিব্য শক্তির দক্ষিণ ভারতে ''পোঙ্গল'', অসমে ''ভোগালী বিহু'', বঙ্গদেশে পূজার মাধ্যমে, পার্বনের মাধ্যমে মহাশক্তি অর্থাৎ সম্পদের দেবীর আরাধনা করা হয়। শীত ঋতুর আর এক পূর্ণিমা 'মাধি পূর্ণিমা'। শাস্ত্রে আছে ''স্নানং মনোমল ত্যাগঃ।'' সব মালিন্যমুক্ত হয়ে সর্বশুচি জ্যোতিময় পরম পূর্ণের স্মরণে, মননে, মানব জীবন সার্থক হোক স্নিগ্ধজ্জল চন্দ্রকিরণ বিধৌত মাঘী পূর্ণিমায় এই শাশ্বত সত্যের প্রকাশ। বর্ষের শেষ ঋতু বসন্তের প্রথম পূর্ণিমা হল দোল পূর্ণিমা। শেষ পূর্ণিমা অর্থাৎ চৈত্রের পূর্ণিমার এক বিশেষ উৎসব বলদেবের রাসযাত্রা। সমস্ত পূর্ণিমাগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সনাতন সংস্কৃতির নির্যাসরূপ ''গুরু পূর্ণিমা'' আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। গুরু পূর্ণিমা কি? সনাতন ধর্মের প্রদীপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস, যিনি সত্যবতীর গর্ভে এসেছিলেন, পিতা পরাসর, তার জন্ম তিথিই গুরু পূর্ণিম হসাবে পালন করা হয়। অন্ধকার বা অজ্ঞানকে যিনি নিরুদ্ধ বা বিনাশ করেন তাঁকে ''গুরু'' বলা হয়। ''গু'' শব্দের অর্থ হল অন্ধকার, ''রু'' শব্দের অর্থ নিরোধক অর্থাৎ যিনি আমাদের মনের অন্ধকারকে দূর করে আলোর পথে নিয়ে যান, তিনিই প্রকৃত গুরু। কারণ অন্ধকার নিজে কখনো আলো নিয়ে আসে না। আলোই অন্ধকার দূর করে। সেই জন্য বলা ''গুরু পূর্ণিমা'' অর্থাৎ গুরু অন্তর থেকে ''জ্ঞান পূর্ণিমা'' প্রজ্জ্বলিত করে মানব জাতির মন হতে অজ্ঞান ও আঁধারকে দূর করেন। আদি, অনন্ত মহাবিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়ে চিন্তা করলেন। ''একো হহং বহুস্যামপ্রজায়েয়''। অর্থাৎ আমি এক থেকে বহু হব। ফলত তার নাভি কমলে সৃষ্ট হল ব্রহ্মার। শ্রী বিষ্ণু ভাবলেন তিনি জীবকে মুক্তিমন্ত্র দেবেন, সৃষ্টি হল বেদের। এই বেদজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম অধিকারী ব্রহ্মা। তাই আদি গুরু পরব্রহ্মাই, আদি শিষ্য ব্রহ্মা। পরব্রহ্মা এই বেদজ্ঞান দেন ব্রহ্মাকে আষাঢ় পূর্ণিমাতে। তাই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা গুরু পূর্ণিমা নামে খ্যাত। পরবর্তী কালে ব্রহ্মা এই বেদজ্ঞান দিলেন চার ঋষি- সনক, সনন্দন, সনৎ কুমার ও সনাতনকে। আবার এই ঋষি চতুষ্ঠয় বেদজ্ঞান দিলেন, অত্রি, মরীচি, আঙ্গীরা, পুলস্ত্য ক্রুতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, এই সপ্তর্ষিকে। পরে গুরু ও শিষ্য পরম্পরায় এই জ্ঞান এলো সকলাচার্যের কাছে। এই সকলাচার্য্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস দেবের গুরু। ব্যাস দেব এই জ্ঞান বা মহাজ্ঞান চার ভাগে ভাগ করেন। নামকরন হয় ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব। তার চার শিষ্য পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও সুমন্তকে এই চারটি বেদের ভার দিলেন। তাঁরা ভূ-ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেদের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটালেন। সেই থেকে ব্যাসদেবের নাম হলো বেদব্যাস। ''বেদ'' অর্থে ''জ্ঞান'' ও ''ব্যাস'' অর্থে উপাধিকেই ধরতে হবে বেদব্যাস হলেন 'জ্ঞানময় বিগ্রহ'। আষাঢ় পূর্ণিমায় ব্যাসদেব জন্মগ্রহন করেন এবং এই দিনেই বেদ বিভাগ করেন, তাই এই দিনটি ব্যাস পূর্ণিমা নামেও সমাদৃত। সেদিন বেদব্যাস প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তি ও সংহতির বটবৃক্ষ যার স্নিগ্ধ ছায়ায় উৎপাটিত হল হিংসা নামক বৃষবৃক্ষ। তিনি রক্ষা করেছিলেন বিশ্ব মানবতাকে। গুরু পূর্ণিমার মত দেবাঞ্জলির আজকের দিনেও বড় প্রয়োজন। এই অঞ্জলির মাধ্যমে, গুরুবন্দনার মাধ্যমে এই ধরিত্রীকে হিংসা মুক্ত করে শান্তির, ভালবাসার এক জ্যোৎস্নালোকিত মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করার দিন। গুরুপূর্ণিমার দিনটিতে তাই আজ প্রকৃত গুরুর প্রয়োজন। যিনি মানব জাতিকে দেবেন, জ্ঞান, বিবেক, বোধ। আর এই জ্ঞান, বিবেক, বোধ শক্তিই গড়ে তুলবে এক সুন্দর হিংসামুক্ত পৃথিবী। তাই ''গুরু পূর্ণিমা'' কোন ধর্মের নয়, সৎপথে জীবন প্রবাহিত করার স্বার্থেই ''গুরু পূর্ণিমা'' আজ 'সার্বজনীন'। জীবন পথে সঠিক ভাবে চলার জন্য ''গুরুপূর্ণিমার'' দিনটিই হল আমাদের শপথ নেবার দিন। এই দিনের গুরুত্ব অপরিসীম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির দশ বছর, কোন পথে বিশ্ব?

শোভনলাল চক্রবর্তী

২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তির পর প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন এবং বায়ুমণ্ডল থেকে সে সব গ্যাসের অপসারণের চূড়ান্ত ভারসাম্য (নেট জিরো এমিশন) রক্ষা নিশ্চিত করা ছিল সেই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরোর লক্ষ্যে আমাদের অবশ্যই পৌঁছনো উচিত। সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে ২০৩০-এর মধ্যে আমাদের গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন কমানো দরকার অন্তত পক্ষে ৪৫- এ কথাও বলা হয়েছে প্যারিস চুক্তিতে। গত বছরও বাকুতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বার্ষিক জলবায়ু পরিবর্তন অধিবেশনে উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশকেই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই লক্ষ্যের কথা।

এ লক্ষ্যে পৌঁছনো ক্রমেই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। একাধিক কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারকে ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তেও হচ্ছে। কিন্তু যে কারণটি নিয়ে আলোচনা তুলনামূলক কম, তা হল, সবুজ শক্তির বাজারে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের ক্রমহ্রাসমান উৎসাহ এবং আস্থা। একাধিক সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে, গত দু'বছরে সবুজ শক্তিতে বিনিয়োগ কমেছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ, জলবায়ু প্রযুক্তি নিয়ে যে সংস্থাগুলির ব্যবসা, তাদের শেয়ারদরও ক্রমেই পড়ে চলেছে। এবং, সবুজ শক্তিকে মূলধন করে শুরু করা নতুন ব্যবসা-চলতি ভাষায় যাকে বলে স্টার্ট-আপ-তাতে লগ্নি হচ্ছে খুবই কম। নেট জিরোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল উত্থান নিঃসন্দেহে একটা বড় কারণ।

অপ্রচলিত শক্তি নিয়ে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদদের সংশয়, কয়লা বা তেল উৎপাদনকারী শ্রমিকদের মধ্যে ভোট হারানোর আশঙ্কা, এ-হেন বিবিধ কারণে তাঁরা সবুজ শক্তিতে বিনিয়োগকারীদের অর্থনৈতিক ছাড় দিতে চান না। কিন্তু শুধু দক্ষিণপন্থী নেতারাই দোষী নন। দোষী কর্পোরেট সেক্টরও যদি চাহিদাও এত যে, সংস্থাগুলির মুনাফাও এক কথায় অভূতপূর্ব। কিন্তু শুধু তেল নয়। সিংহভাগ বেসরকারি বিনিয়োগ যন্ত্রমেধা মুখী। আমাদের সমাজকে আমূল বদলে ফেলার যে প্রতিশ্রুতি যন্ত্রমেধা দিচ্ছে, তার মধ্যে অফুরন্ত মুনাফার সম্ভাবনা দেখছেন বিনিয়োগকারীরা। গুগল, মাইক্রোসফ বা ওপেনএআই জাতীয় সংস্থাগুলি প্রতি তিন-চার মাসে নতুন পণ্য ও পরিষেবা নিয়ে আসছে, ফলে বিনিয়োগকারীরা সংস্থাগুলির কাছে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছেন। উল্টো দিকে, সবুজ প্রযুক্তিকে ঠিক ভাবে দাঁড় করানোর জন্য জবরদস্ত চাহিদা তৈরি করতে পারে। কিন্তু আজ আমরা সম্মুখীন নতুন এক বিপদের। অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?' ধনতন্ত্রের চরিত্র বর্ণনা করতে চাইলে এর চেয়ে মোক্ষম বাক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গোড়াতেই স্পষ্ট করে দেওয়া যাক, এ নিবন্ধ ধনতন্ত্রের সমালোচনা নয়। ধনতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থার প্রশ্নাতীত সাফল্যের একটিই কারণ-তার অপরিসীম ক্ষুধা। কোনও পরার্থপরতা নয়, দুনিয়ার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ধনতন্ত্রের মুনাফা অর্জনের নির্বিকল্প তাগিদের ফলেই। কিন্তু, সেই ''অখিল ক্ষুধা''ই তৈরি করেছে এক অভাবনীয় সঙ্কট। পৃথিবী জুড়ে উৎপাদন শৃঙ্খল ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে উৎপাদনের পরিমাণ। বিজ্ঞাপন প্রভাবিত করছে ক্রেতাকে কোনটি প্রয়োজন, আর কোনটি নিতান্তই বাসনা, সে ফারাক ভুলতে সাহায্য করেছে মানুষকে। এবং, বৈশ্বিক জনসংখ্যার অন্তত একটি অংশের হাতে ক্রমে বেড়ে চলেছে ক্রয়ক্ষমতা, ফলে পণ্যের বিক্রিও বেড়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ধনতন্ত্রের প্রক্রিয়া গতিশীল থেকেছে, কিন্তু সেই উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য ক্রমে পরিণত হয়েছে পাহাড়ে বর্জ্যের পাহাড়। কিছু ক্ষেত্রে বর্জ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি দুনিয়ার অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে এই ক্রমবর্ধমান বর্জ্য। তার মধ্যে যেমন প্লাস্টিক রয়েছে, যা প্রভাব ফেলছে গোটা দুনিয়ার বাস্তুতন্ত্রে, খাদ্য-পানীয়-শ্বাসবায়ুতে মিশে প্রবেশ করছে মানুষের শরীরে, তেমনই রয়েছে ইলেকট্রনিক বর্জ্য, যার মধ্যে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশছে পরিবেশে। এবং, বর্জ্যের প্রাথমিক অভিঘাতটি পড়ছে এমন জনগোষ্ঠীর উপরে, বর্জ্যের উৎপত্তিতে যাদের অবদান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। স্থানীয় ভাবেও, দরিদ্র মানুষের বসতির কাছ ঘেঁষেই জমে ওঠে বর্জ্যের স্তূপ। আবার, আন্তর্জাতিক স্তরেও, উন্নত দুনিয়া থেকে জাহাজ-বোঝাই বর্জ্য রওনা দেয় আফ্রিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে। সেখানে ডাম্পিং করা হয় উন্নত বিশ্বের ভোগবাদের উচ্ছিষ্ট। যদিও, শেষ অবধি রেহাই মেলে না কারও। জল এবং হাওয়া জুড়ে রেখেছে গোটা দুনিয়াকেই। দূষণও এই জল এবং হাওয়ায় ভর করে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এই সমস্যা থেকে মুক্তির পথ কোথায়? সম্প্রতি একটি জিগির উঠেছে- ভোগবাদে লাগাম টানার। উদ্দেশ্য সাধু হলেও পথটি মারাত্মক। বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি মানুষের ভোগবাসনা। সত্যিই যদি তাতে লাগাম টানা হয়, তা হলে ব্যাহত হবে উৎপাদনের প্রক্রিয়া, কোপ পড়বে বহু মানুষের কর্মসংস্থানে, স্থবির হবে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার গতি। তার কোন প্রভাব পরিবেশের উপরে পড়বে, সে হিসাব জটিল- কিন্তু, তাতে লাভের পাল্লা ভারী হবে কি না, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়েছে। অন্য দিকে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভাবনা ছাড়াই যদি ভোগবাদকে অব্যাহত রাখতে হয়, তা হলে শেষ অবধি বর্জ্যের ভারে চাপা পড়ে যাওয়ার বিপদও মারাত্মক।

বাস্তববাদ তাই বলবে মধ্যপন্থা সন্ধান করার কথা। আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানও জোর দিচ্ছে সেই মধ্যপন্থার প্লাস্টিকের মতো বস্তু, যা পচে যেতে সময় লাগে কয়েক হাজার বছর, তার পরিবর্তে পচনশীল উপাদান ব্যবহার করার কথা হচ্ছে। যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে সেই বস্তু রিসাইক্ল করার উপরে। ব্যক্তি অথবা পরিবার স্তরে বর্জ্য পৃথকীকরণের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা চলছে, যাতে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন বা তাকে পুনর্ব্যবহার করা চলে; অথবা নিরাপদ বর্জ্যকে ব্যবহার করা চলে ল্যান্ডফিল হিসাবে। উপরেই একটি চক্রাকার অর্থব্যবস্থা গঠন করার প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে, যেখানে ফেলা যাবে না কিছুই। যার একটি রূপ হল ''জিরো ওয়েস্ট'' সমাজব্যবস্থা, যেখানে কিছুই বর্জ্যে পরিণত হবে না। প্লাস্টিকের মতো বস্তু, যা পচে যেতে সময় লাগে কয়েক হাজার বছর, তার পরিবর্তে পচনশীল উপাদান ব্যবহার করার কথা হচ্ছে। যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে সেই বস্তু রিসাইক্ল করার উপরে। ব্যক্তি অথবা পরিবার স্তরে বর্জ্য পৃথকীকরণের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা চলছে, যাতে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন বা তাকে পুনর্ব্যবহার করা চলে; অথবা নিরাপদ বর্জ্যকে ব্যবহার করা চলে ল্যান্ডফিল হিসাবে। ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই বিপদের সুষ্ঠু সমাধানসূত্র খুঁজে পেতেই হবে। এবং, সে দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের হলে প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কুশলী হবে না। বেসরকারি ক্ষেত্রকেও নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে রাজ্যে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের পিকেটিং।

শেখ হাসিনার ফোনালাপ ফাঁস: ছাত্র বিক্ষোভে প্রাণঘাতী হামলার নির্দেশের প্রমাণ মিলল

ঢাকা, ৯ জুলাই : গত বছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র বিক্ষোভের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়েছে, যা তীব্র আলোচনার সৃষ্টি করেছে। সংবাদে প্রকাশিত একটি অডিও রেকর্ডিংয়ে শোনা যায়, শেখ হাসিনা নিরাপত্তা বাহিনীর এক কর্মকর্তাকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, অডিও ক্লিপটি বৈধ ও যাচাই করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কোনও প্রকারের পরিবর্তন বা কারচুপি করা হয়নি। অডিওর মধ্যে শোনা যায়, শেখ হাসিনা নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, বিক্ষোভকারীদের ওপর 'মারাত্মক অস্ত্র' ব্যবহার করা হোক এবং ''তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই গুলি করা হোক''। অডিও ক্লিপটি গত বছরের জুলাই মাসে তোলা হয়েছে, যখন ঢাকায় ছাত্ররা সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ করছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্দেশের পর ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী রাইফেল ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়, যার ফলে প্রাণহানি ঘটে।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া ছাত্র বিক্ষোভটি দ্রুত বাংলাদেশে ব্যাপক আকার ধারণ করে। শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করে সড়কে নেমে আসে। সেসময় বিক্ষোভকারীরা ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে, সরকার শক্ত অবস্থান নেয় এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে সংঘর্ষে নামানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এ সময় সরকারী বাহিনীর অভিযান একাধিক জায়গায় সহিংস রূপ নেয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের দমন করতে থাকে।

সংবাদ মাধ্যম জানায়, ফাঁস হওয়া অডিও রেকর্ডিংটি আন্তর্জাতিক ফোরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা যাচাই করেছেন এবং তারা নিশ্চিত করেছেন যে, অডিওতে কোনো প্রকারের ভুয়া বা এডিট করা হয়নি। এটি শতভাগ আসল এবং বৈধ। এই অডিও রেকর্ডিং, যা ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে তোলা হয়েছে, সেই সময় শেখ হাসিনা ঢাকার গণভবন থেকে ফোনালাপটি করেছিলেন।

এই ফোনালাপের কিছু ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় নিরাপত্তা বাহিনী রাইফেল ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। এই হামলায় বহু প্রাণহানি ঘটে এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয় যে, এই সিদ্ধান্তটি সিনিয়র কর্মকর্তাদের ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ''জনসাধারণের জীবন রক্ষা করা''। তারা দাবি করেছেন যে, বিক্ষোভকারীদের উপর এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না।

তবে, এ অভিযোগও উঠেছে যে, এটি একটি একপেশে সিদ্ধান্ত ছিল এবং বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত শক্তি ছিল অপ্রয়োজনীয়ভাবে অত্যধিক।

২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১,৪০০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছিল। বিক্ষোভের মধ্যে বহু শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ নিহত হন। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, এই সময়ে প্রায় ১,৪০০ মানুষ প্রাণ হারায় এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং সরকারী বাহিনীর আচরণ একেবারে অমানবিক হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে, শেখ হাসিনাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, শেখ হাসিনা ভারত চলে যান এবং তখন থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন।

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও বিশেষজ্ঞরা তার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলেছে। বাংলাদেশ সরকারও একাধিকবার ভারতের কাছে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছে, তবে ভারত এখনো সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেনি।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পর প্রথমবারের মতো তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বিবিসির কাছে ফাঁস হওয়া এই অডিও রেকর্ডিংকে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই অডিও ক্লিপের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা চালানোর জন্য বাংলাদেশ আদালত ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি নতুন পদক্ষেপ নিতে পারে। পাশাপাশি, ভারতের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তীব্র হতে পারে, কারণ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন ভারতেই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন।

এদিকে, বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ঘটনায় সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তারা মনে করছেন, দেশটির ভবিষ্যত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থিতিশীল হতে পারে যদি না সঠিক তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

এছাড়া, বাংলাদেশে এখন নতুন করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে, যার ফলে দেশটির রাজনৈতিক পরিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান

উদয়পুর, ৮ জুলাই: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিগণ হলেন - গোমতি জেলা সভাপতি দেবল দেববরায়, কাকরাবন-শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেববরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কাকড়াবন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তৎসঙ্গে কুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রায় ২৫০ জন ছাত্র ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন কনভেনার তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অজয় দে। উদ্বোধক, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ বক্তাগণ ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উচ্চ জীবনাদর্শ ও ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান, পাশাপাশি পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং কঠোর পরিশ্রমী হতে নির্দেশ দেন। সভাপতি উনার মূল্যবান আলোচনার মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 29/07/2025 for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 3 unit CWSN Toilet at Mantala High School,Subal Shing Para High School,Brahmatilla JB School Under Mohanpur, Hezamara, Jirania under West District under Samagra Shiksha Scheme for the year 2025-26 of Secondary Level DNIeT No:-48/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PNIeT No-63/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.11,94,000.00	Rs.23880.00	90 days	Up to 3PM 29/07/2025	At 30/07/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1 unit CWSN Toilet at Vidya Sagar Palli S,B School under AMC, West District under Samagra Shiksha Scheme for the year 2025-26 of Elementary Level DNIeT No:-49/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PNIeT No-64/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.3,98,000.00	Rs.7960.00	90 days	Up to 3PM 29/07/2025	At 30/07/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/1361/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ১৫ স্থানে ভাঙ্গন,টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন জেলা প্লাবিত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৯।। বাংলাদেশে টানা বৃষ্টি ও উজানের পানিতে ঢাকা,চট্টগ্রাম ও ফেনীর মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ১৫ স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে সীমান্তবর্তী ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছে হাজারও মানুষ। স্রোতের কারণে ফেনী-পরশুরাম সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সড়ক পানিতে তলিয়ে ব্যাহত হচ্ছে যানচলাচল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানিয়েছে, মুহুরী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পরশুরামের জঙ্গলঘোনায় দুটি, অলকায় তিনটি, শালধর এলাকায় একটি, ফুলগাজী উপজেলার উত্তর শ্রীপুর এলাকায় একটি স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সিলোনিয়া নদীর পরশুরামের গদানগর এলাকায় একটি ও ফুলগাজীর দেড়পাড়া এলাকার দুই স্থানে ভেঙেছে। এছাড়া কহুয়া নদীর পরশুরাম উপজেলার সাতকুচিয়ায় দুটি, বেড়াবাড়িয়ায় একটি ও ফুলগাজী উপজেলার দৌলতপুর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের এক স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে কয়েক হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে এসব স্থানে ভাঙন দেখা দেয়।

এদিকে, টানা বৃষ্টিপাতের কারনে ঢাকা - চট্টগ্রামের বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টির হয়েছে এতে করে ভোগান্তিতে পরেছে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয়তার কারণে সমুদ্রের সব মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা গত ৫ দিন ধরে ঘাটে অবস্থান নিয়েছে। এদিকে টানা বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে পর্যটন নগরী কুয়াকাটা। বুধবার প্রতিদিনের ন্যায় চলছে থেমে থেমে টানা বর্ষণ। পুরো উপকূলের আকাশে জমে আছে কালো মেঘ। কর্মহীন হয়ে পড়েছে পুরো উপকূলের নিম্নআয়ের মানুষ।

গুজরাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: ভাদোদরা ও আণন্দকে সংযুক্ত করার সেতু ভেঙে পড়ে, নদীতে পড়ল বহু যানবাহন, ১০ জনের মৃত্যু

পাদরা, ৯ জুলাই : গুজরাতের ভাদোদরা শহরে বুধবার সকালে একটি সেতু ভেঙে পড়ে। এই সেতু ছিল ভাদোদরা ও আণন্দকে সংযুক্ত করার জন্য মহিসাগর নদীর ওপর নির্মিত। সেতুটি পাদরার কাছে মাঝখানে ভেঙে গিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। সেতু ধ্বংসের ফলে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন আহত হয়েছেন। পাদরা থানার পুলিশ পরিদর্শক বিজয় চরণ জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত চারজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, নদীতে কতজন পড়েছেন। তবে প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫টি যানবাহন দুটি ট্রাক, একটি গাড়ি এবং দুটি মোটরসাইকেল নদীতে তলিয়ে গেছে। সেতুর ওপর একটি ট্রাক মাঝখানে ঝুলে রয়েছে। নদীতে পড়ে যাওয়া মানুষের এবং যানবাহনের উদ্ধার করতে উদ্ধারকারীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের দলও পৌঁছেছে এবং ডুবুরি দল নদীতে তল্লাশি করছে। উল্লেখযোগ্য যে, মহিসাগর নদীর ওপর নির্মিত ৪৩ বছরের পুরনো 'গম্ভীর সেতু'টি দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত ছিল এবং তার সংস্কার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেতুর মেরামত কাজ কখনোই করা হয়নি। গুজরাত প্রশাসন নতুন একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তার কাজ শুরু হয়নি। এমনকি সেতুর পাশে নতুন সেতু নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার পরেও কোন কাজ হয়নি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, সোরাষ্ট্র অঞ্চল থেকে আসা বড় যানবাহনরা টোল ট্যাক্স এড়াতে এই সেতুটি ব্যবহার করছিল। যদিও ভাদোদরার জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন, এখনো পর্য্যাপ্ত বিকল্প সড়ক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়নি। পুলের হিলার অবস্থা এবং তার দীর্ঘদিন ধরে চলা অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে যে, কেন এতদিন ধরে এই সেতুর বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

NOTICE INVITING e-TENDER
No.F.3(42-AGMC&GBPH/Med/S&P/E-tender/2025-2026/Sub-II/10, 859-60
E-Tender for procurement of medicines (Rate contract) at AGMC & GBP Hospital, Agartala for the year 2025-26.

A Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC& GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "procurement of medicines (rate contract) at AGMC & GBP Hospital, Agartala for the year 2025-26."
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is Q.7.08./2025 up to 5:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.
ICA/C/1368/25

Medical Superintendent
&HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

PUBLIC ADVISORY Date: - 01st July, 2025

Drugs Control Administration, Tripura regularly collects sample of drugs from Government Institutions, as well as from the trade. Sampling of drugs is crucial for ensuring patient safety and effective drug quality control. It allows for assessing the quality of drugs, identifying potential problems, and providing reassurance to patients and regulatory bodies. Sampling also helps in developing strategies for maintaining consistent quality and availability of quality medicines. The following medicine is declared as Not of Standard Quality (NSQ) by the Government Analyst, State Drugs Testing Laboratory, Government of Tripura.

Sl No	Medicine Name	Details	Manufactured by -	Reported by- Report No./Date
01	TONZEE 20 (Zinc Sulphate Tablets I.P. 20 mg)	Batch No: ZS-2405 Mfg. date - 07/2024 Exp. date – 06/2026	Torino Laboratories P. Ltd., Fact: Plot No. 65/1, Sector 1, Pithampur – 454775, Dist. Dhar, (INDIA).	State Drugs Testing Laboratory, Govt. of Tripura, Agartala. Report No. SDTL/217/2025/799-800 Dated: 30/06/2025

The general public is advised to verify the above mentioned drugs including the Batch No. before purchasing from medical stores or pharmacies. The Drugs Control Administration will continue to collect samples for testing to strengthen vigilance against counterfeit drugs, thereby ensuring public health and safety. Any information regarding these NSQ drugs may be reported to the local Inspecting Officer (Drugs).
ICAL D/556/25

(Smt. K. Sinha)
I/C Deputy Drugs Controller Government of Tripura, Agartala.

PNIT NO.: 20/EE/MNP/PWD (R&B)/2025-26 Date 07/07/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 20/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 & I) DNIT No.75/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 II) DNIT No.76/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 III) DNIT No.77/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 28/07/2025	At 4.00 pm on 28/07/2025 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1356/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

বুধবার ধর্মঘটের সফলতা নিয়ে সিটুর সাংবাদিক সম্মেলন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বৃষ্টির দিনে যেমন জুতা বেছে নেবেন

বছরের এই সময়টায় আকাশ পরিষ্কার দেখে কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হয়তো বাইরে বের হয়েছেন, এর মধ্যেই নামল ঝুম বৃষ্টি। পায়ে যদি থাকে এক জোড়া সুন্দর ফ্যাশনেবল জুতা, তাহলে সেগুলোর বারোটা। বিশেষজ্ঞরা এই সময় তাই প্লাস্টিকের জুতা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ, বৃষ্টিতে ক্সিন অথবা চামড়ার জুতা ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। আর এতে পায়ের ত্বকে নানা ধরনের চর্মরোগ হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তাই প্লাস্টিক বা পানিনিরোধক স্যান্ডেল বা জুতা এই সময়ে বেছে নেওয়া ভালো।

এই সময়ের জন্য পা ঢাকা ক্রক্স জুতা বেছে নিতে পারেন। ছোট ছোট ছিদ্র থাকায় ক্রক্স জুতা পরলে পা ভিজলেও দ্রুত শুকিয়ে যায়। ফলে পায়ের ত্বকে ছত্রাক সংক্রমণের ভয় থাকে না। এ ছাড়াও বাজারে এখন দুই ফিতা, সামনে ঢাকাবর্ষার উপযোগী এমন নানা নকশার স্যান্ডেল পাওয়া যাচ্ছে। দাম শুরু ২৫০ টাকা থেকে। দোকানিরা জানান, পায়ের ওপর আবরণী দেওয়া প্লাস্টিকের স্যান্ডেলের চাহিদা এখন বেশি।

বৃষ্টির দিনে অনেকেই ফ্ল্যাট স্যান্ডেল বেছে নেন। তবে জুতার দোকান লা মোডের স্বত্বাধিকারী ফাহমিদা ইসলাম বলছিলেন, হাঁটার সময় পায়ে যাতে রাস্তায় জমে থাকা ময়লা, জল ও কাদা না লাগে, সে জন্য জুতা বা স্যান্ডেলের সোল একটু উঁচু থাকা ভালো। যাঁদের বৃষ্টির দিনে বেশি সময় বাইরে থাকতে হয়, তাঁদের জন্য পায়ের চারপাশের অংশ যেন ঢেকে থাকে, এ রকম জুতা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ফাহমিদা। তবে বৃষ্টির সময় পেনসিল বা বড় হিলের জুতা ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ, শহরে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাগুলো জল জমে একাকার হয়ে যায়। তাই এই ধরনের জুতা পরলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জুতায় কাদা লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘষবেন না। দাগ বসে যাবে। শুকিয়ে গেলে ভেজা টিস্যু দিয়ে কাদা মুছে নিন। প্লাস্টিক বা রাবারের জুতা ভিজে গেলে খুব দ্রুত পানি শুকিয়ে যায়।

বর্ষায় ব্যবহারের উপযোগী জুতা আশপাশের দোকানেই পাবেন। তবে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিভিন্ন রাবারের সোলের বৈচিত্র্যময় জুতা পাবেন নিউমার্কেট, চাঁদনী চক, এলিফ্যান্ট রোড, মিরপুর, গুলিস্তানের বিপণিবিতানগুলোয়। এসব জুতায় শুধু আরামই নয়, ফ্যাশনের দিকও বিশেষভাবে মাথায় রাখা হচ্ছে। জুতার স্ট্র্যাপ আর আবরণীতে লাল, নীল, গোলাপির মতো উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার থাকছে।

ব্র্যান্ডের জুতা কিনতে চাইলে চলে যেতে পারেন বসুন্ধরা সিটি, রাপা প্লাজা, ইস্টার্ন প্লাজা, মেট্রো শপিং মল প্রভৃতি বিপণিবিতানে। বাটা, গ্যালারি অ্যাপেক্স, বে এম্পোরিয়ামসহ নানা ব্র্যান্ডের নিজস্ব আউটলেট তো আছেই। নিউমার্কেট, চাঁদনী চক, মেট্রো শপিং মলসহ বিভিন্ন জুতার দোকানে পানিরোধক জুতার দাম ৮০০ টাকা থেকে শুরু। গ্যালারি অ্যাপেক্সে ছেলেদের জুতাগুলোর দাম ১ হাজার ৩৫০ টাকা থেকে শুরু। বর্ষায় ব্যবহার উপযোগী লেদার সিনথেটিক মেশানো কেডস পাওয়া যাবে ৭০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকার মধ্যে।

সুতা বা চুল পেঁচিয়ে আঁচিল ঝরার পদ্ধতি কার্যকর না নিরাপদ?

আঁচিল বা ত্বকের কোনো বাড়তি অংশের জন্য অস্বস্তিতে পড়েন অনেকেই। এমন সমস্যা দেখা দিলে সুতা বা চুল পেঁচিয়ে বেঁধে তা ঝরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন কেউ কেউ। এমনকি অন্যকেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। আদতে কি এ পদ্ধতি কার্যকর এবং নিরাপদ?

ত্বকে এমন অনেক সমস্যাই হতে পারে, যেখানে ত্বকের চেয়ে একটু উঁচু বাড়তি অংশ দেখা দেয়। কারও হয় আঁচিল, কারও আবার দেখা দেয় স্কিন ট্যাগ। এসব সমস্যার মধ্যে কোনো কোনোটির গোড়ার দিকটা একটু সরু হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রেই সাধারণত একটি সুতা বা চুল বেঁধে তা ঝরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আফজালুল করিম—এর কাছে। বিষয়টির বৈজ্ঞানিক দিক সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেন এই চিকিৎসক।

সুতা পেঁচিয়ে রাখলে যা হয়

ত্বকের উঁচু অংশ বা কোনো বাড়তি ঝুলন্ত অংশের গোড়ায় যখন বেশ চাপ দিয়ে একটি সুতা বেঁধে রাখা হয়, তখন সেই অংশে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। এভাবে একসময় ত্বকের ওই অংশের কোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে যায়। গোড়ার দিকের এই কোষগুলো শুকিয়ে গেলে তখন ওই বাড়তি অংশের পুরোটাই ত্বক থেকে খসে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে নেই নিশ্চয়তা এ পদ্ধতিতে ত্বকের বাড়তি অংশ যে ঝরে পড়বেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্কিন ট্যাগ ত্বকেরই সাধারণ কোষ দিয়ে তৈরি হয় বলে কেবল সেটিই ঝরে যেতে পারে এ পদ্ধতিতে। আঁচিল হলো ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্টি হওয়া একটি ক্ষত। সুতা বেঁধে চাপ দিয়ে এই ক্ষত দূর করা সম্ভব নয়।

ঝুঁকিও আছে

সহজ ও ঘরোয়াপদ্ধতি হিসেবে এ সুতা বাঁধার প্রক্রিয়াটি বেশ জনপ্রিয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে; কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে রক্তপাত হতে পারে। তা ছাড়া ত্বকে অবাঞ্ছিত ক্ষত সৃষ্টির ঝুঁকিও থাকে। সুতার মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণও হতে পারে।

তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন

একজন ব্যক্তির ত্বকে থাকা বাড়তি অংশটি আঁচিল নাকি স্কিন ট্যাগ, তা নিশ্চিত করতে পারবেন একজন চিকিৎসক। সমস্যাটি আদতে কী, তা না জেনে কিছু করতে যাওয়াটা মারাত্মক ভুল। কারণ, এটি যদি আঁচিল হয়ে থাকে, তাহলে সঠিক চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত ত্বকের অন্য জায়গাতেও ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে। এমনকি অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস। অথচ লেজার বা ক্রায়োসার্জারির মতো উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় এসব সমস্যার সমাধান করা যায় খুব সহজে। আঁচিলের চিকিৎসায় কখনো কখনো কিছু ওষুধ লাগাতে দেওয়া হয় ত্বকে। মুখে খাওয়ার ওষুধও দেওয়া হয় কাউকে কাউকে। আর স্কিন ট্যাগের চিকিৎসা না করালেও কোনো ক্ষতি নেই।

বর্ষায় কেমন হবে মেকআপ

বৃষ্টি হোক বা না হোক, এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। তাই ত্বকে খুব সহজেই চলে আসে চিটচিটে ভাব। এ সময় মেকআপ এমনভাবে করা উচিত যাতে ত্বকে সহজে বসে এবং অনেকক্ষণ ভালো থাকে। বর্ষাকালের উপযোগী মেকআপ ও রূপচর্চা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি কেয়ারের রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি।

মেকআপের আগে ত্বকের যত্ন

সুন্দর মেকআপের প্রথম ধাপই হলো ত্বককে মেকআপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া। কারণ, পরিষ্কার ত্বকে মেকআপ সহজে বসে।

ক্লিনজিং: মেকআপের আগে ত্বক পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষাকালে ধুলাবালু ও ঘামের সংমিশ্রণে ত্বকে ময়লা জমে যায়। তাই মেকআপ শুরুর আগে হালকা ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

এ সময় মেকআপ এমনভাবে করা উচিত যাতে ত্বকে সহজে বসে এবং টোনিং: ক্লিনজিংয়ের পর ত্বকে টোনার ব্যবহার করুন। এটি ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য ঠিক রাখতে এবং মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে।

ময়েশ্চারাইজার: বর্ষাকালে বেছে নিতে হবে হালকা ও তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার।

ফাউন্ডেশন ও বেজ মেকআপ

বর্ষাকালে ভারী বেজ বা মেকআপ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। ভারী মেকআপ আর্দ্র আবহাওয়ায় গলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মেকআপের জন্য ব্যবহার করুন সেমিম্যাট ফাউন্ডেশন। এটি ত্বকে ভালোভাবে বসে, ত্বককে অতিরিক্ত তেলতেলে করে না। এ সময় কয়েক স্তরের ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করে হালকা করে ফাউন্ডেশন দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর সামান্য কমপ্যাক্ট পাউডার বা সেটিং পাউডার ব্যবহার করুন। এতে মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

চোখ ও ঠোঁটের সাজ বর্ষাকালে চোখের সাজও হালকা রাখুন। তবুও চাইলে সঙ্গে একটু অভিনবত্ব যোগ করা যায়।

আইশ্যাডো: বর্ষাকালের আকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চোখে দেওয়া যেতে পারে নীলচে বা ধূসর রঙের স্মোকি আইশ্যাডো। আইশ্যাডোতে একটু হালকা শেড রাখলে ভালো দেখাবে। আইশ্যাডোর ব্লেন্ডিং খুব ভালোভাবে করতে হবে যাতে রংগুলো মসৃণভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়।

আইলাইনার ও মাসকারা: বর্ষাকালে আইলাইনার ও মাসকারা অবশ্যই ওয়াটারপ্রুফ হতে হবে। নাহলে একটু বৃষ্টি বা ঘামে ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লিপস্টিক: ঠোঁটে হালকা রঙের লিপস্টিক বা লিপটিন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। চকচকে গ্লস বর্ষায় ঠিক না—ও মানাতে পারে, বরং ম্যাট ফিনিশের হালকা শেড যেমন পিচ, ন্যুড বা হালকা গোলাপি এ সময় ভালো দেখায়।

ব্লাশন ও হাইলাইটারের ব্যবহার

বর্ষাকালে অতিরিক্ত কন্ট্যুরিং করা বাদ দিন। ঘামে সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

ব্লাশন: হালকা গোলাপি বা পিচ রঙের ব্লাশ বেছে নিন।

হাইলাইটার: পোশাকের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উজ্জ্বল হাইলাইটার ব্যবহার করুন। এ সময় সোনালি বা হালকা ব্রোঞ্জ রঙের হাইলাইটার দারুণ মানায়। তবে হাইলাইটার কখনোই অতিরিক্ত ব্যবহার করা যাবে না।

মেকআপ শেষে

বর্ষাকালের জন্য একটি ভালো মেকআপ সেটিংস স্প্রে দরকারি জিনিস। এটি মেকআপকে দীর্ঘস্থায়ী করে, ত্বকে বজায় রাখে সতেজ ভাব। মেকআপ বজায় রাখার কয়েকটি টিপস

১. হাতের কাছে টিস্যু পেপার বা ব্লটিং পেপার রাখুন। ত্বক ঘেমে গেলে বা তেলতেলে হলে আলতোভাবে চেপে নিয়ে পরিষ্কার করুন।

২. যতটা সম্ভব পাউডারভিত্তিক পণ্য ব্যবহার করুন, কারণ ক্রিমভিত্তিক পণ্য বর্ষায় সহজেই গলে যায়।

৩. চুলে হালকা হেয়ার সিরাম বা অ্যান্টিফ্রিজ প্রডাক্ট ব্যবহার করুন যাতে চুল শুষ্ক না দেখায়।

বর্ষাকালে মেকআপের মূলমন্ত্রই হলো স্নিগ্ধতা, হালকা ভাব আর স্থায়িত্ব। আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই এমন সাজ বেছে নিন যা আপনার ত্বকের ধরন ও পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ডায়াবিটিস মানেই অর্ধেক খাবার বাদ!

ডায়াবিটিস আছে? কার যে এখন ডায়াবিটিস নেই, তা খুঁজতে গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীরচর্চায় অনীহা, ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা, ধূমপান, মদ্যপান, মানসিক চাপ রক্তে শর্করার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। বয়স ৩০-এর কাছাকাছি পৌঁছলেই পছন্দের প্রায় সব খাবার খাওয়া বারণ হয়ে যাচ্ছে। ছোটরাও যে এই তালিকার বাইরে, তেমনটা কিন্তু নয়। খেলাধুলো না করা প্রক্রিয়াজাত মুখরোচক ভাজা খাবার, নরম পানীয় খাওয়ার প্রতি ঝোঁক অল্প বয়সে টাইপ-২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। স্বাভাবিক ভাবেই যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেট বা ক্যালোরির পরিমাণ বেশি সেই সব খাবার খেতে বারণ করছেন পুষ্টিবিদেরা। তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলেও পরিমিত পরিমাণে ভাত, রুটি খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। কিন্তু টুকটাক খিদে পেলে বা রাতে সিরিজ দেখতে দেখতে মুখ চালাতে ইচ্ছা হলে কী কী খাবার খাওয়া যেতে পারে?

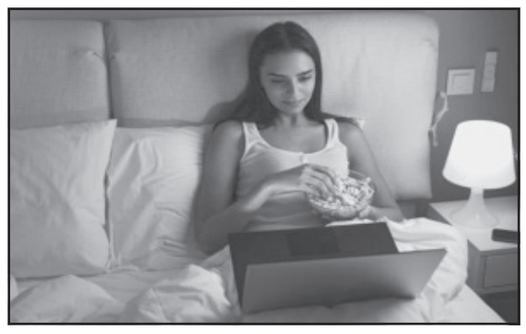

১) একমুঠো বাদাম

কাঠবাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম, সামান্য কাজু এবং পেস্তাবাদাম একসঙ্গে মিশিয়ে একমুঠো খাওয়া যেতে পারে। সামান্য খিদে মেটানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের জোগান দিতে পারে বাদাম।

২) সেদ্ধ ডিম

প্রোটিনের অন্যতম সেরা উত হল ডিম। অথচ কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নেই বললেই চলে। দু'টি আটার বিস্কুটের সঙ্গে যদি একটি সেদ্ধ ডিম খেলে পেটও ভর্তি থাকে, আবার রক্তে শর্করার পরিমাণও বেড়ে যায় না। ৩) আটার বিস্কুট বিস্কুট, কুকিজ সাধারণ ময়দা থেকেই তৈরি হয়। ময়দায় ট্রান্স ফ্যাট বেশি, ফাইবার কম। তাই এই ধরনের খাবার বেশি খাওয়া মোটেই ভাল নয়। তবে গমের আটা বা মিলেটের আটা দিয়ে তৈরি বিস্কুট, কুকিজ খেলে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৪) ভুট্টার খই

মাখন, চিজ বা ক্যারামেল দেওয়া ভুট্টার খই খেতে ভাল লাগে। কিন্তু তা ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য মোটেই ভাল নয়। তবে শুকনো বালিতে ভাজা পপকর্ন খাওয়া যায় অনায়াসে। ৫) শুকনো খোলায় ভাজা ছোলা ছোলায় প্রোটিন এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। সিরিজ দেখতে দেখতে চিপ্স, নাচোস, চকোলেটের পরিবর্তে ভাজা ছোলা খাওয়া যেতেই পারে।

বয়ঃসন্ধিতে ত্বক ও চুলের যত্ন

"বয়ঃসন্ধি নূপুর হয়ে বেজে উঠছে সারা শরীর জুড়ে..."

রাকার বয়স সবে চোদ্দো। অথচ গালভর্তি ব্রণ। বন্ধু মহলে, বিয়েবাড়িতে যেতে অস্বস্তিতে ভোগে সে। অন্য দিকে সদ্য কলেজ যেতে শুরু করেছে ঋজু। ছোটবেলায় মাথা ভর্তি চুল থাকলেও এখন ক্রমশ তা পাতলা হয়ে যাচ্ছে। অযত্নই কি তার একমাত্র কারণ? সোহিনীর সমস্যা আবার অন্য।

ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকেই ঠোঁটের উপরে, চিবুক, থুতনিতে রোমের আধিক্য দেখা দিয়েছে। এখনই তাকে নিয়মিত থ্রেডিং করাতে হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যার কারণ আদতে কী?

ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. সন্দীপন ধর বললেন, "আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এ ধরনের সমস্যায় ভুগছে এমন ছেলে, মেয়ের সংখ্যা অনেক। মূলত বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই এ সব সমস্যার সূত্রপাত হয়। বয়ঃসন্ধি আদতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর শরীর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে রূপান্তরিত হয়, প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত বয়ঃসন্ধি ৯-১৪ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে তা ১০-১৭ বছর। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণের এই সময়ে উভয়েরই শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই সময় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে "গ্রোথ হরমোন" নামক এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ নিঃসরণ হয়, যার প্রভাবে ছেলেদের অণ্ডকোষ ও মেয়েদের ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন হয়। তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন তৈরি শুরু হয়। ছেলে ও মেয়েদের লিঙ্গবৈষম্য শরীরে ফুটে উঠতে শুরু করে।"

এ সময় শরীর দ্রুত বদলায়। ছেলেদের মাংসপেশি দৃঢ় হয়, গোঁফ-দাড়ি গজায়। অন্য দিকে, মেয়েদেরও স্তন, নিতম্ব আকারে বাড়ে, ভারী হয়, ঋতুস্রাব শুরু হয়। ছেলে, মেয়ে উভয়েরই উচ্চতা বাড়ে, কণ্ঠস্বরের বদল ঘটে। শরীরের নানা অঙ্গে গজায় রোম। শারীরিক এই বদল কিন্তু মানসিক ভাবেও তাদের বদলে দেয় বেশ খানিকটা। মনে অনেক রকম প্রশ্ন, ভয়-ভীতি, উদ্বেগের সঞ্চার করে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আগ্রহ যেমন বাড়ে, তেমনই নানা রকম মানসিক ও শারীরিক সমস্যার সূত্রপাতও কিন্তু এ সময় থেকেই হয়।

বয়ঃসন্ধির সাধারণ সমস্যাসমূহ

ব্রণর সমস্যা বয়ঃসন্ধি কালের শারীরিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল ব্রণ। ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দেয়। ৯-১০ বছর বয়স থেকে শুরু হয়ে এই সমস্যা চলতে পারে প্রায় ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত। অ্যান্ড্রিনাল বা ওভারি থেকে নির্গত অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন এর মূল কারণ। মানবদেহের উপরিভাগে বিশেষত মুখ, পিঠ, গলায় থাকে সিবেসিয়াস গ্রন্থি। বয়ঃসন্ধিকালে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত নির্যাস নির্গত হয়। ত্বকে থাকা হেয়ার ফলিকলের সংস্পর্শে সেই সিবেসিয়াস নির্যাস এলে ত্বকের অভ্যন্তরে বাসা বাঁধে প্রপিয়োনি ব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনিস। এ কারণেই একে পাইলো সিবেসিয়াস অ্যাপারেটাস বলা হয়। তার থেকেই ছেলে, মেয়ে উভয়ের নরম চামড়া ভেদ করে ফুসকুড়ি বা ব্রণ উঠতে থাকে। পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ অর্থাতপিসিওডির কারণেও মেয়েদের ব্রণ বেশি হয়। ডা. ধরের কথায়, পৃথিবীতে ব্রণ প্রায় সবারই হয়। আপাত ভাবে সাধারণ সমস্যা হলেও, কিছু সময় ব্রণ খুব গুরুতর আকার ধারণ করে। ছেলে, মেয়ে উভয়ের হলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে এই সমস্যা বেশি হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে অনেক সময় মেয়েদের গুরুতর ব্রণর সমস্যা জিনগত কারণেও হয়।

সমাধান জীবনযাপনে বদল এই সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাঙ্ক ফুড, প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। পাশাপাশি দিনে অন্তত বার চারেক জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধোওয়া প্রয়োজন। এতে ব্রণর সম্ভাবনা কমবে।

খুব বেশি মিষ্টি খেলে শরীরে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বেড়ে যায়, যা অ্যান্ড্রোজেন হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়, সঙ্গে ব্রণও। তাই ব্রণর সমস্যা থাকলে, মিষ্টি একটু বুঝে খাওয়াই ভাল।

ব্রণর প্রাথমিক পর্যায়ে ত্বকে হালকা লালচে ভাব, গুটিগুটি দেখা দেয়। কখনও রোদ লাগলে ত্বক লাল হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও থাকে। তাই রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন ব্যবহার জরুরি। ডা. ধর বলছেন, পাঁচ বছরের উপর যে কোনও বাচ্চাই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারে। তবে বাজারচলতি সানস্ক্রিন নয়, বাচ্চাদের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ঔষধ কোম্পানির সানস্ক্রিন বেছে নেওয়া উচিত।

কিডনির ক্যানসারের লক্ষণ ও ঝুঁকিগুলো কী

কিডনির যত ধরনের টিউমার আছে, তার মধ্যে ৭০ শতাংশই 'রেনাল সেল কারসিনোমা'। ক্যানসারের এই ধরন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়েরই হতে পারে। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সে বেশি হয়ে থাকে।

যেসব কারণে কিডনির ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে ধূমপান অতিরিক্ত ওজন অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপ ক্ষেত্রবিশেষে জিনগত কারণও দায়ী হতে পারে কিডনি ক্যানসারের অন্যতম উপসর্গ কোমরে ব্যথা হওয়াছবি: পেক্সেলস কিডনি ক্যানসারের কিছু উপসর্গ কোমরে ব্যথা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া পেটের ভেতরে চাকা অনুভূত হওয়া জ্বর ও শারীরিক অবসন্নতা ওজন কমে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে পা ফুলে যাওয়া অণ্ডকোষের রক্তনালি ফুলে যাওয়া

রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা, পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি ছাড়া কিছু বিশেষ পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়। যেমন ট্রাইফেজিক কনট্রাস্ট সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনি টিউমারের ধরন, টিউমারের স্টেজিং ও গ্রেডিং, টিউমারের আকার, আকৃতি, নির্দিষ্ট স্থান, অন্যান্য অঙ্গে টিউমার ছড়িয়েছে কি না, এসব বোঝা যায়। এর সঙ্গে চিকিৎসাপদ্ধতিও নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসাপদ্ধতি- রেনাল সেল কারসিনোমা বা কিডনি টিউমারের চিকিৎসা নির্ভর করে ক্যানসারের স্টেজের ওপর। কারও প্রয়োজন হয়

অস্ত্রোপচার, কারও কিডনির একটি অংশ ফেলে দিতে হয়, কারও---বা সম্পূর্ণ কিডনি ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। পেট কেটে অথবা ল্যাপারোস্কপিক প্রক্রিয়ায় পেটে ছিদ্র করে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচার করার সুযোগ আছে দেশেই। টিউমারের আকার ৩ সেন্টিমিটারের কম হলে করা যেতে পারে থার্মাল অ্যাবলেশন। এটি অস্ত্রোপচারের মতো জটিল পদ্ধতি নয়। কিডনি টিউমারে সাধারণ কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি কার্যকর নয়। বরং ইমিউনোথেরাপি ভালো কাজ করে। কিডনির ক্যানসার যদি শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

বুধবার আগরতলায় ডিএমের নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রাহুল গান্ধীর বিস্ফোরক অভিযোগ: 'মহারাষ্ট্রে নির্বাচন চুরি হয়েছে, বিহারেও একই ষড়যন্ত্র চলছে' পাটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ

পাটনা, ৯ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে আজ মহাগঠবন্ধনের ডাকে রাজ্যজুড়ে 'বিহার বন্ধ'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা এবং সাংসদ রাহুল গান্ধী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এক বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন, যা পাটনার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তবে প্রশাসনিক নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাঁদের মিছিল মাঝপথেই আটকে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন এবং বিজেপি ও আরএসএসের সঙ্গে কমিশনের 'সাংগঠনিক সাযুজ্য'-র অভিযোগ করেন।

রাহুল গান্ধী এই অবস্থান থেকে বলেন, "মহারাষ্ট্রে নির্বাচন চুরি হয়েছে। বিহারেও সেই একই কাজ চলছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।"

মহাগঠবন্ধনের দাবি, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে লক্ষ লক্ষ গরিব, সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ বিহারজুড়ে এক বিরাট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে, যাতে কংগ্রেস, আরজেডি, বামপন্থী দলসহ একাধিক বিরোধী শক্তি অংশ নেয়।

এই প্রেক্ষাপটেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে একটি মিছিল আয়োজিত হয়, যেখানে তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা শুধু ভোট চুরি করছেন না, দেশের ভবিষ্যৎ, যুবকদের অধিকার, কর্মসংস্থান, সব কিছু চুরি করছেন। এই চুরি বিহার মেনে নেবে না।"

রাহুল গান্ধী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, "লোকসভা নির্বাচনের পরই মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানাতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভায় ইন্ডিয়া জোট মহারাষ্ট্রে জয়লাভ করে, কিন্তু বিধানসভায় হঠাৎ বিপরীত ফল হয়। তখন আমরা বেশি কিছু বলিনি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা ডেটা বিশ্লেষণ শুরু করি। দেখা যায়, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় প্রায় এক কোটি নতুন নাম যোগ হয়েছে এবং ১০ শতাংশ বেশি ভোট পড়েছে। এই নতুন ভোটারদের অধিকাংশই সেইসব এলাকায় যোগ হয়েছে, যেখানে বিজেপি জিতেছে। এটা কি স্বাভাবিক? না, এটা একটা সংগঠিত চুরি।"

তিনি জানান, "আমরা একাধিকবার মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকা চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের সেই তালিকা দেওয়া হয়নি। কমিশন কী লুকাতে চাইছে?"

রাহুল গান্ধী আরও বলেন, "আমাদের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করেন। আমি ছিলাম না, কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন কমিশনের আচরণ ছিল ঠিক বিজেপি ও আরএসএসের মতো। এক সময় ছিল, যখন সমস্ত দলের সহমতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ হতো। আজ বিজেপি একতরফাভাবে কমিশনার বেছে নিচ্ছে।"

তিনি বলেন, "একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে যদি দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়, তবে নির্বাচন আর স্বাধীন থাকবে না। ভোট আর জনগণের হাতে থাকবে না।"

বিহারবাসীর উদ্দেশে রাহুল গান্ধীর বার্তা ছিল স্পষ্ট ও সরাসরি। তিনি বলেন, "যেভাবে মহারাষ্ট্রে ভোট চুরি হয়েছে, বিহারে আমরা তা হতে দেব না। এটা গরিবদের ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার একটি পদ্ধতি। কিন্তু বিহারের জনগণ সচেতন, সাহসী এবং গণতন্ত্রপ্রেমী। তারা এই ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না।"

তিনি আরও বলেন, "এটা শুধুমাত্র নির্বাচনের লড়াই নয়, এটা অধিকার ও ন্যায়বিচারের লড়াই। বিহারের যুবসমাজ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আমরা সবাই মিলে এই চুরি রুখব।'

স্থানীয়দের হাতে বিদ্যালয়ে চুরিকান্ডে জড়িত যুবক আটক

শান্তিরবাজার, ৯ জুলাই: শান্তিরবাজার মডেল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চুরিকান্ডে জড়িত এক যুবককে আটক করলো স্থানীয়রা। শান্তির বাজার শহরে প্রতিনিয়ত চুরিকান্ড ঘটে যাচ্ছে। এই চুরিকান্ডে জড়িতদের আটক করতে পারছেনা শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। শান্তিরবাজার মডেল স্কুল ও শান্তিরবাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে কয়েকমাসের ব্যাবধানে দুইবার চুরিকান্ড ঘটে। অনেকের অভিযোগ নাইটগার্ডের সহযোগীতায় চোরেরা চুরিকান্ড ঘটিয়ে যাচ্ছিলো। মঙ্গলবার রাত্রিবেলায় মডেল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শান্তিরবাজার বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের নবনির্মত ভবনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা চুরিকান্ডে জড়িত এক যুবককে আটক করে। শ্রমিকরা জানান যুবকটি রাত্রিবেলায় সেখানে চুরির উদ্দ্যেশ্যে যায়। এই চুরির বিষয়ে টের পেয়ে চুরিকান্ডে যুবককে আটক করে বেঁধে রাখে শ্রমিকরা। অভিযুক্ত যুবকের নিকট জানতে চাইলে সে চুরির সত্যতা স্বিকার করে।সে জানায় বিগতদিনে শান্তির বাজারের বিভিন্ন জায়গায় ও স্কুলে চুরিকান্ডের সাথে জড়িত ছিল সে। এই সকল চুরিকান্ডে আরো অনেকে জড়িত রয়েছে বলে জানায় যুবক। সে জানায় চুরি করা সামগ্রীগুলি বিলোনিয়ায় নিয়ে বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে

আগামী ২ দিন ভারী বৃষ্টির

● প্রথম পাতার পর

থেকেই। ৯ জুলাই ও বিভিন্ন জেলায় পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টি হচ্ছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, ১০ জুলাই দক্ষিণ জেলার বিভিন্নস্থানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ জেলায় লাল সতর্কতা বহাল রয়েছে এদিনও। গোমতী, সিপাহিজলা এবং পশ্চিম জেলায় কমলা সতর্কতা রয়েছে। এদিকে বাকি দুই জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, ৯ জুলাই সকাল ৮ টা ৩০ পর্যন্ত আগরতলায় ৩.৭ সিএম, এডিনগর ৪.৮ সিএম, লেম্বুছড়া ৪.৬ সিএম, বোধজংনগর ৫.৫ সিএম, জিরানিয়ায় ৮.৩ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ৭.৫ সিএম, বিশালগড়ে ৩.৮ সিএম, গজারিয়ায় ৮ সিএম এবং সোনামুড়া মোহনবাগে ১১. ৫ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৪.৮ সিএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৭.৬ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

গোমতী জেলায় উদয়পুরে ১২ সিএম, অমরপুরে ১৭.৩ সিএম, করবুক ৯.১ সিএম, কাঁকড়াবনে ৮.৪ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ২৯.৫ সিএম, সাব্রুমে ১৯.৯ সিএম, বাগাফা ২২.৯ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৪.৩ সিএম, কাঞ্চনপুরে ৪.৮ সিএম, আশাপাড়া ৫.৮ সিএম, কদমতলায় ২.৯ সিএম এবং নতুনবাজার ৪.৭ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৭.৬ সিএম এবং কৈলাসহরে ৭.৬ সিএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনু ৬.৫ সিএম, গন্ডাছড়ায় ১৫ সিএম, কমলপুরে ৫ সিএম এবং মনুঘাটে ৮.১সিএম বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

ধর্মঘটকে প্রত্যাখান

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর একাধিক উন্নয়মূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সমস্ত পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এনেছেন।কিন্তু ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য চিরাচরিত প্রথায় গোটা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন।

দেশব্যাপী ধর্মঘটের

● প্রথম পাতার পর

অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গোটা রাজ্যে পুলিশ, টি এস আর এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

এদিকে, রুজি রোজগারের তাগিদে বামেদের ডাকা ধর্মঘট না মেনে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন মোহনপুরের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মচারী ও উভয় বাজারের ক্রেতা বিক্রেতারা। আজ ৯ জুলাই বামপন্থী ১০টি ট্রেড ইউনিয়ন ১৭ দফা দাবিতে সারাদেশ ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। মোহনপুর মহকুমায় বামেদের ডাকা এই বন্ধ পালন করতে দেখা যায় শুধু বাম সমর্থকদের।

সকাল থেকে মোহনপুর মহকুমার বিভিন্ন সরকারি আধাসরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল। গোটা মোহনপুর মহকুমায় মোহনপুর বাজার, কালীবাজার, নরসিংগড়, গান্ধীগ্রাম, হেজামারা, সিমনা সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের উপস্থিতিও ছিল স্বাভাবিক। এই নিয়ে ব্যবসায়ীরা জানান ধর্মঘট ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য খুবই ক্ষতির। রোজগারের তাগিদে তারা বনধ মানেননি এবং সরকারের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিক রাখেন।

দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ধর্মঘটে

● প্রথম পাতার পর

শাসক দলের রক্তচক্ষুর ফলে গাড়ি বের করা হলেও অর্ধেক রাস্তা থেকে যাত্রী সংকটের ফলে গাড়ির ফেরত এসেছে। বিভিন্ন স্ট্যান্ডে গাড়ি বের করা না হলে সাতদিনের জন্য গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে এমন হুমকিও দেওয়া হয়েছে যানচালকদের। তাই বাধ্য হয়ে যান চালকেরা গাড়ি রাস্তায় বের করলেও যাত্রী ছিল না বললেই চলে।

তিনি আরো জানেন, নাগেরজলা স্ট্যান্ডে প্রতিদিন সকাল দশটা পর্যন্ত প্রায় ৫৫টি ই- রিকশাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এদিন ধর্মঘটের ফলে সকাল দশটা পর্যন্ত মাত্র ১২ টি ই রিক্সাকে ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উদয়পুর থেকে প্রতিদিন সকালে ৮ মিনিট অন্তর অন্তর বাস ছাড়া হয়, সেই জায়গায় এদিন ঘণ্টায় একটি বাস ছেড়েছে তবে সেটিও ছিল প্রায় যাত্রী শুন্য।

এদিকে শিক্ষাক্ষেত্রেও ধর্মঘটের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন সিআইটিইউ নেতৃত্ব। তিনি জানান, এমবিবি ইউনিভার্সিটি গতকালই এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজ বন্ধের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে শহরের স্কুলবাসগুলিতেও ছাত্রছাত্রীরা ছিল না। রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যাংকিং কর্মচারীরা এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন শংকর প্রসাদ দত্ত। তাঁর কথায়, কয়েকটি ব্যাংক খোলা থাকলেও সেগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল একদমই কম। ইন্সুরেন্স ক্ষেত্রে ৭২ শতাংশ সাড়া মিলেছে ধর্মঘটে। বিএসএনএলের ৮২ শতাংশ কর্মচারী ধর্মঘটে সারা দিয়েছেন।

যদিও বিভিন্ন জায়গায় শাসক দল মাঠে নেমে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছে বলে দাবি নেতৃত্বদের। তবে শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রামে শহরে সাধারণ মানুষ এই ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে বলে দাবি তাদের।

এদিকে এদিনের সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে সংযুক্ত কিষান মোর্চার রাজ্যসম্পাদক পবিত্র কর বলেন, শহরের পাশাপাশি গ্রাম্য জনপদে ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। বিভিন্ন গ্রামীন এলাকা থেকে সকাল সকাল শহর এলাকায় যে শাকসবজি গুলি আসে প্রতিদিন, এগুলি আজ এসে পৌঁছায়নি। কৃষকরা সর্বাত্মকভাবে এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন।

এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শাসকদলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি বলেন, গত এক মাস ধরে এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শাসক দল সাধারণ জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করছেন। শাসক দলের তরফে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘটের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা হয়েছে। বিভিন্ন মোটর স্ট্যান্ডগুলোতে চালকদের বাধ্য করা হয়েছে রাস্তায় গাড়ি বের করতে। বাড়িঘর থেকে ডেকে এনে দোকানপাট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। না হলে দোকানপাট আর খুলতে দেওয়া হবে না, এমনও হুমকি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সাধারণ মানুষ যেভাবে এই ধর্মঘটে সারা দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য বলে জানালেন তিনি।

সব মিলিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সিআইটিইউ নেতৃত্বদের দাবি, দেশের সাথে সাথে রাজ্যেও এই সাধারণ ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। সাধারণ জনগণ এই ধর্মঘটে সর্বাত্মকভাবে সাড়া দিয়েছেন। তাই রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেতৃত্বগন।

মধ্যপ্রাচ্যের নতুন তুর্রম খান: হুথি বিদ্রোহীরা কীভাবে আঞ্চলিক শক্তির কেন্দ্রে উঠে এলো

সানা, ৯ জুলাই : মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেখানে এক নতুন শক্তির নাম জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছেহুথি বিদ্রোহীরা। ইয়েমেনভিত্তিক এই গোষ্ঠী এতদিন আন্তর্জাতিক সংবাদে যতটা না আলোচিত ছিল, তার চেয়েও বেশি অবহেলিত ছিল রাজনৈতিক বিশ্লেষণে। কিন্তু গত এক বছরের সামরিক ও কৌশলগত কর্মকাণ্ড তাদের আর শুধুমাত্র একটি "স্থানীয় বিদ্রোহী" গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত রাখার সুযোগ দিচ্ছে না। এখন তারা রীতিমতো আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মাথাব্যথার কারণ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য। রেড সি-তে বারবার বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ইয়েমেনের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ক্ষমতাসব মিলিয়ে হুথিরা এখন মধ্যপ্রাচ্যের নতুন 'পাওয়ার ব্রোকার'।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হুথিরা রেড সি-তে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৩০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ হুথিদের টার্গেট হয়েছে। তাদের এসব হামলায় প্রায় ৪৪টি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুটি জাহাজসম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে। এই হামলাগুলো কেবল ইয়েমেনের উপকূলেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলকে রীতিমতো জিম্মি করে তুলেছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা গ্রীক মালিকানাধীন জাহাজ 'এমভি ম্যাজিক সি'-এর। রেড সি-তে এটি দু'দফা হামলার শিকার হয়, যার ফলে জাহাজে আগুন ধরে যায়। জাহাজের ২২ জন নাবিক কোনোভাবে নিজেদের জীবন রক্ষা করে তীরে পৌঁছান।

হুথিদের এই অভিযান শুধু একটি সামরিক প্রদর্শনী নয়, বরং তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক রুট, বিশেষত রেড সি ও বাব-আল-মান্দেব চ্যানেলের মাধ্যমে ইউরোপ-এশিয়া বাণিজ্যে যে কী ভয়াবহ বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, হুথিদের এই কৌশল কার্যত বিশ্বের অর্থনীতির নাড়ির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

রেড সি ও ইয়েমেন উপকূলে হুথিদের হামলার জবাবে ২০২৫ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে সামরিক অভিযানে নামে। 'অপারেশন প্রোটেক্টেড গেটওয়ে' নামের এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন, যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। আনুমানিক ৬০ বিলিয়ন ডলারের সামরিক রসদ এই অভিযানে ব্যবহার হয়, যার মধ্যে দুটি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানও হুথিদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

মে মাস নাগাদ হুথিদের হামলার গতি কিছুটা কমলেও, জুন মাসে তারা আবার পুরোদমে ফিরে আসে। এই পুনরাবির্ভাব মার্কিন কৌশলের ব্যর্থতা এবং হুথিদের অভিযানে স্থায়িত্বের প্রমাণ দেয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে 'ডি-এস্কেলেশন' বা পরোক্ষ সমঝোতার পথ খুঁজতে বাধ্য হয়। ইসরায়েলও হুথিদের মোকাবেলায় সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নেয়। হুথি-নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের হুদায়দা, রস ইসা এবং সালিফ বন্দর লক্ষ্য করে ইসরায়েল একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। তবে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, এসব অভিযানে হুথিদের কোনো শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার নিহত হয়নি। এটা শুধু হুথিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তি নয়, বরং তাদের ইন্টেলিজেন্স এবং আত্মগোপনের দক্ষতাও তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসরায়েলের মতো এক তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা শক্তির বিপরীতে এই ধরনের সক্ষমতা রীতিমতো বিস্ময়ের বিষয়। হুথিদের এই সামরিক স্থিতিশীলতা ও নেতৃত্ব রক্ষার ক্ষমতা প্রমাণ করে, তারা এখন একটি সুসংগঠিত, লক্ষ্যনির্দিষ্ট ও কৌশলগতভাবে দক্ষ গোষ্ঠী।

যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেটেড স্ট্রাইকের ফলে হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ অনেকটাই কমে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এর মধ্যেও তারা ড্রোন, ক্রুজ মিসাইল, এবং ইউএসভি-এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা স্থানীয়ভাবে অস্ত্র উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে, এবং এমনকি ইরান কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে গিয়েও নিজেদের প্রযুক্তি দিয়ে আত্মনির্ভরতা অর্জন করেছে।

অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই ঃ পুলিশ সুপা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। এদিন তিনি বলেন, দেশের দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটের রাজ্যে প্রভাব দেখা যায়নি। রাজ্যের সর্বত্রই স্বাভাবিক জনজীবন, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস, সর্বত্রই স্বাভাবিক রয়েছে। এই ধর্মঘট ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গোটা রাজ্যে পুলিশ, টি এস আর এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে কোথাও পিকেটিং করতে দেখা যায়নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সহ গাড়ির চালকরা পরিষেবা প্রদান করছেন।

১৩ জুলাই ৫১ শক্তিপীঠ পার্কের

● প্রথম পাতার পর

২০২৫ দুপুর ১২ টায় উক্ত স্থানে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লক্ষাধিক টাকার নেশা

● প্রথম পাতার পর

প্রেমতোষ রায় এবং প্রসেনজিৎ সাহাকে গ্রেফতার করে।

তিনি আরও বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় এনডিপিএস এক্টে মামলার গ্রহণ করে পুলিশ। বুধবার অভিযুক্তদের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। নেশা সামগ্রী বাজার মূল্য আড়াই লক্ষ টাকা হবে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন।

ভূমিধ্বসে বাতিল বহু ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

(আগরতলা — লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস কামাখ্যা থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং আগরতলা থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে।

একইভাবে, ১০ জুলাই ট্রেন নম্বর ১২৫০৮ (শিলচর — তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল) এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং শিলচর থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে। ১০ জুলাই ট্রেন নম্বর ১৪৬১৯ (আগরতলা — ফিরোজপুর ক্যান্ট) এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং আগরতলা থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত আংশিক বাতিল থাকবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাত্রার পূর্বে সর্বশেষ আপডেট যাচাই করার অনুরোধ জানিয়েছে।

অর্গানিক ইন্ডিয়ার পথ

● প্রথম পাতার পর

পৃথিবী শুধু খাবার নয়, চাইছে নিরাপদ, রাসায়নমুক্ত ও ট্রেসযোগ্য খাদ্য। অর্গানিক চাষ কোনও ফ্যাশন নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্য সুস্বাস্থ্যের একটি সমাধান। স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও মৃত্তিকার অবক্ষয়ের সংকটে অর্গানিকচাষই উত্তরণ পথ। ত্রিপুরা সেই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু অর্গানিক চাষই নয়, গোটা একটি 'ফার্ম টু ফর্ক' ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছি।

মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে ২৫,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমিকে সার্টিফায়েড অর্গানিক জমিতে পরিণত করেছে এবং ৫৩টি অর্গানিক এফপিসি (ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি) গঠন করা হয়েছে। সেগুলিকে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন সংস্থা দ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যেমন জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত কুইন আনারস, বার্ডস আই লঙ্কা, কালো চাল (মাইমি হুঙ্গার), সুগন্ধি চাল (হরিনারায়ণ ও কালিখাসা), সুগন্ধি লেবু, তিল, হলুদ, আদা, মিলেট ও কিউ আনারস। কৃষিমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যের কুইন আনারস খুবই মিষ্টি, অ্যাসিডিটির মাত্রা কম, প্রিমিয়াম জুস ও ডেজার্ট প্রোডাকশনের জন্য আদর্শ। তাছাড়াও কিউ আনারসও খুব মিষ্টি।

ভারতের জৈবপণ্যের বাজার প্রসঙ্গে তিনি জানান, বর্তমানে দেশে ৭.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি এনপিওপি-র (ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন) অধীনে নিবন্ধিত। মোট উৎপাদন ৬.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ও রপ্তানির পরিমাণ ২.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪, ০০৭ কোটি টাকা। তাঁর মতে, এই ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন শুধুমাত্র পণ্যের আদান-প্রদান নয়, এটি বিশ্বাস, স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গঠনের এক অনন্য মঞ্চ।

"আপনাদের অর্গানিক ও টেকসই চাষাবাদের প্রতি নিষ্ঠাই আমাদের স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে 'অর্গানিক ত্রিপুরা'কে 'অর্গানিক ইন্ডিয়া'র অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলি। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য এটা সত্যি। কিন্তু আমাদের হৃদয় অনেক বড়। আমি অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের কৃষকদের মাঠে যান, দেখে আসুন কিভাবে আনারস, সুগন্ধি চাল, লঙ্কা, আদা ও হলুদ চাষ হচ্ছে," বলেন কৃষিমন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের হরিনারায়ণ ও কালিখাসা প্রজাতির সুগন্ধি চাল তাদের অনন্য সুবাস, মোলায়েম গঠন ও উৎকৃষ্ট স্বাদের জন্য পরিচিত। বার্ডস আই লঙ্কায় উচ্চ মাত্রার ক্যাপসাইসিন থাকে যা বিপাকক্রিয়া বাড়ায়, প্রাকৃতিক পেইন রিলিভার হিসেবে কাজ করে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং রক্তসঞ্চালনে সহায়তা করে। ত্রিপুরার উৎপাদিত সুগন্ধি লেবুতে তীব্র সাইট্রাস ঘ্রাণ রয়েছে, যা পারফিউম, অ্যারোমাথেরাপি, খাবারে স্বাদবর্ধক ও প্রাকৃতিক ক্লিনিং প্রোডাক্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিপুরার অর্গানিকপণ্য বাজার সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, আমরা আমাদের কৃষকদের দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, গুয়াহাটি-সহ বিভিন্ন শহরে বাজারসংযোগ করে দিয়েছি। ওমান, দুবাই ও ঢাকা এই আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি করেছি। গত তিন বছরে আমরা অর্গানিক আনারস, সুগন্ধি চাল, বার্ডস আই লঙ্কা, আদা ও হলুদের বাজারজাতকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। তিন বছরে রপ্তানিকৃত অর্গানিক পণ্যের তালিকা তুলে ধরে তিনি জানান, আনারস ৬৬৬ মেট্রিক টন, সুগন্ধি চাল ৩৩ মেট্রিক টন, বার্ডস আই লঙ্কা ৭ মেট্রিক টন, আদা ৫৭৪ মেট্রিক টন এবং হলুদ ৫২ মেট্রিক টন রপ্তানি করা হয়েছে।

টানা বর্ষণে দক্ষিণের

● প্রথম পাতার পর

সড়কের উপর মাটির ধস এবং বড় আকারের গাছ ভেঙে পড়ে। এতে বুধবার সকাল থেকেই গন্ডাছড়া -অমরপুর সড়কে ছোট বড় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে একদিকে যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন যান চালকরা, অপরদিকে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা।

অপরদিকে, ন্যা বিধ্বস্ত বিলোনীয়ার ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের প্রায় প্রতিটা পঞ্চায়েত। ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস ব্লক কর্মীদের নিয়ে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন বুধবার।

পরিদর্শনকালে চেয়ারম্যান বলেন ব্লক এলাকার প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে এনএসসি নগর, এসবিসি নগর, সুকান্ত নগরের জনগন বেশী ক্ষতি হয়েছে। মুহুরী নদীর জল বাড়ি ঘরে ঢুকে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এলাকায়। ব্লক এলাকার এখনো পর্যন্ত প্রায় ২০ পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তর ভারতচন্দ্রনগর এবং পাইখলা যাওয়ার রাস্তায় ধস পরে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বাংলাদেশের জল মুহুরী নদী দিয়ে বিলোনিয়ায় প্রবেশ করছে। বিলোনিয়া বল্লামুখা বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলেই বাঁধ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে বলে খবর।

গতকাল অবিশ্রান্ত ভারী বৃষ্টিপাতের কারনে বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জল জমে যায় এবং বাড়িঘরেও জল প্রবেশ করে। মহকুমা ও জেলা প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে আটকে পরা দুর্গত লোকদের উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মহকুমা প্রশাসন থেকে ত্রাণ শিবির খোলা হয়। বর্তমানে বিলোনীয়া মহকুমায় মোট ১২টি ত্রাণশিবিরে ২৩১ টি পরিবারের ৭৫৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন। তার মধ্যে পুরুষ ৩৩৬ জন, মহিলা ৩৪১ জন এবং শিশু ৮০ জন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনভিত্তিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গতকাল রাতে ৮টি শিবিরে ১৭ ১টি পরিবারের মোট ৫৪১ জন আশ্রয় নিয়েছিল। তারমধ্যে ২৩১ জন মহিলা, ২১৮ জন পুরুষ এবং শিশু ৯৩জন।

এদিকে, অবিস্রান্ত বৃষ্টিতে গোমতী নদীর জল ফুলেফেঁপ উঠেছে। ফলস্বরূপ নদীর নিকটবর্তী নিম্নানল গুলো বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ,মাছের পুকুরের ক্ষতি হয়েছে, কৃষকদের কৃষি জমি জলের নিচে থাকায় শাস্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন এবং গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উদয়পুর পুরো পরিষদের ১৭ এবং ১৮ নং ওয়ার্ড ,এ ছাড়া খিলপাড়া, জামজুরি ,পশ্চিম খিলপাড়া ,মুড়াপাড়া কান্দি, উত্তর চন্দ্রপুর, মহারানী, দক্ষিণ মহারানী, রাজনগর ,পিত্রা এলাকার নিচু অঞ্চলগুলো গোমতীর জলে প্লাবিত হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে উদয়পুরের সুখ সাগরে জলার অন্তর্গত খিলপাড়া এবং পশ্চিম খিলপাড়া অনেক মানুষ বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছেন ।বন্যার জল মানুষের বাড়িতে প্রবেশ করেছে। গতকাল সুখ সাগর জলা জে বি স্কুলে মোট ১১ পরিবারের ৪৫ জন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া উদয়পুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের অন্তর্গত পুর পরিষদের অন্তর্গত ১৭ এবং ১৮ নং ওয়ার্ডের নিতাই গৌড় আশ্রমেও কয়েক পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন ।গোমতী নদীর জলে জামজুরি কুসামারা ,নয়াঘাট, আমতলী ,শালগড় এলাকার নিম্ন অঞ্চল গুলো জলে প্লাবিত হয়েছে। ফসলসহ পুকুরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে , বন্যার জলে প্লাবিত যে সকল ব্যক্তিবর্গ এবং পরিবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সরকারি সাহায্য বিতরণ করা হচ্ছে। অপরদিকে কৃষকরা তাদের গবাদি পশুকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। টানা বৃষ্টির জন্য গবাদি পশু গুলোকে ঘর থেকে বের করা যাচ্ছে না ,তাদের খাওয়ার অভাব দেখা দিয়েছে, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাছে পশু পালনকারী ব্যক্তিরা আবেদন করেছেন গত বন্যার সময় যেভাবে পশু পালনের কারি ব্যক্তিদের গবাদি পশুর খাবার দেওয়া হয়েছে এবারও যেন সেই খাবার দেওয়া হয়। এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্বরা জনগণের পাশে থাকার জন্য খোঁজ খবর নেওয়া এবং সরকারি ত্রাণ বিতরনের জন্য সব সময় বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করছেন। ভারতীয় জনতা দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রামে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অনেক জায়গায় টিম প্রস্তুত আছেন ।পাশাপাশি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম এবং মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকা ,বুট তৈরী রাখা হয়েছে ।আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ষাটটি বিধানসভার অন্তর্গত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর যে ডেমু করা হয়েছে উদয়পুরেও তা যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে ।তবে সন্ধ্যা সাড়ে আটটার পর্যন্ত গোমতী নদীর জল বিপদ সীমার লেভেলে আছে। যদি রাতের দিকে অধিক বৃষ্টিপাত হয় তাহলে নিম্ন অঞ্চল গুলো প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।প্রশাসনও প্রস্তুত আছে।

অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় বিরামহীন বৃষ্টিপাত গোটা সোনামুড়া মহকুমা সহ আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। টানা বৃষ্টিতে জনজীবন একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। মানুষ কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। নদী,নালা, খাল-বিল এবং কৃষি জমি সর্বত্র জল জমে বন্যার আভাস স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই মহকুমার কিছু পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে।

বিশেষত গোমতী নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। অপরদিকে কাঠালিয়া হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত খরস্রোতা নদীর জল দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের ফলে খেটে খাওয়া মানুষজন কাজ কর্ম বন্ধ রেখে ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই আবহাওয়াজনিত দুর্য়োগে শ্রমজীবী মানুষদের অসহায়তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কোনও বিশেষ সতর্কতা জারি করেনি,তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাত বন্ধের আহবানে ত্রিপুরায় 'ত্রিপুরার সচেতন জনজাতির' পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধের আহবানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় 'ত্রিপুরার সচেতন জনজাতির' পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার সচেতন জনজাতি' নামক একটি সংগঠনের শিলাছড়ি, নতুন বাজার, যতনবাড়ি, তৈচোকমা, করল্যাছড়ি, নন্দননগর, চানমারি, নাগিছড়া ও অভয়নগরসহ বিভিন্ন এলাকায় লিফলেটের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইজিরা ও রামভদ্র এলাকাতেও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
লিফলেটে উল্লেখ করা হয়, "আমরা, ত্রিপুরার সচেতন চাকমা, মগ (মারমা) ও ত্রিপুরা জনগণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে বসবাসরত সকল জনজাতির প্রতি জরুরি আহ্বান জানাচ্ছি।"
তারা দাবি করে, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) কর্তৃক দমনমূলক ও ঐক্যবিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলেই এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছে। এতে বহু নিরীহ নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গণতান্ত্রিক সংগঠন ইউপিডিএফ ও অন্যান্য পক্ষ সংলাপ ও সমঝোতার চেষ্টা করলেও জেএসএস বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।
লিফলেটে আরও বলা হয়, "এই সংঘাতের ফলে উপকৃত হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার, সেনাবাহিনী ও বাঙালি মুসলিম সেটেলাররা, আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতিরা। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।
ত্রিপুরার সচেতন জনজাতির সদস্যদের আহ্বান গুলি হল, জেএসএস সন্তু গ্রুপের প্রতি সকল প্রকার সমর্থন প্রত্যাহার করা, ২. ভ্রাতৃঘাতী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের জবাবদিহিতা দাবি, ৩. সংলাপ, ঐক্য ও সহাবস্থানের পক্ষ গ্রহণ, ৪. ভারতে জেএসএস নিষিদ্ধের দাবি ৫. ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে বসবাসরত জেএসএস সদস্যদের সামাজিকভাবে বয়কট ও বহিষ্কার করা।

সারের চাহিদা পূরণের জন্য তেলঙ্গানা রাজ্যকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ৯ জুলাই : কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা গতকাল তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে তেলঙ্গানায় সার সরবরাহের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি রাজ্যের কৃষকদের জন্য জুলাই ও আগস্ট মাসে খরিফ সিজনের চাহিদা মেটানোর জন্য ইউরিয়া সারটির অবিচ্ছিন্ন সরবরাহের অনুরোধ করেন। নাড্ডা তেলঙ্গানা মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের কৃষকদের প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন এবং সার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাপ্লাই চাহিদা অনুযায়ী নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেন।
এছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডা রাজ্যে ইউরিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যা মাটির দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। রবি ২০২৪-২৫ এ তেলঙ্গানায় ইউরিয়ার বিক্রির পরিমাণ ২১ বেশি ছিল, যা রবি ২০২৩-২৪ এর তুলনায় অনেক বেশি। একইভাবে, খরিফ ২০২৫ পর্যন্ত ইউরিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার ১২.৪ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ফার্টিলাইজার বিভাগের সচিব রজত কুমার মিশ্রা প্রধানমন্ত্রী প্রণাম প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন, যা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে এবং সার ব্যবহারের স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণোদনা দেয়। এছাড়া, তিনি রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের ইউরিয়ার অননুমোদিত ব্যবহার রোধ করার এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে সার সুষম বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের ৭৬টি জায়গায় বন্যা এবং ভূমিধস মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এমডিএমএ)-র সহায়তায় এবং দি ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে আজ সমগ্র রাজ্যে বন্যা এবং ভূমিধস মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (ডিডিএমএ) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রাজ্যের রাজস্ব দপ্তর এই মহড়া পরিচালনা করে। রাজ্যের ৭৬টি জায়গায় একই সঙ্গে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের শহর এবং গ্রামঞ্চলের নিম্নাঞ্চল, হাসপাতাল, ভূমিধস প্রবণ এলাকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো স্থলে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী অংশগ্রহণ করে। বন্যা ও ভূমিধুসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কিভাবে দুর্গতদের উদ্ধার করা হবে তা এই মহড়ায় তুলে ধরা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।
এর মধ্যে ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম (আইআরএস), এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা, আসাম রাইফেলস, বিএসএফ, সিআরপিএফ-র আধিকারিক ও জওয়ানগণ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ, ওএনজিসি, গেইল, নেপকো, টিএনজিসিএল, ওটিপিসি-র মতো পাবলিক সেক্টর আন্ডার টেকিং-এর প্রতিনিধিগণ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, আপদা মিত্র, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই মহড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।
এই মহড়ার মাধ্যমে রাজ্য এবং জেলা পর্য্যায়ের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-গুলির কার্য্যকরিতা খতিয়ে দেখা হয়। প্রত্যেক জায়গায় ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম জরুরী পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আইআরএস-র পরিকাঠামোকে সক্রিয় করে তোলে। পর্য্যবেক্ষকগণ মহড়ার এই পর্ব খতিয়ে দেখেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গার চিত্র সরাসরি দেখানো হয়। মহড়া চলাকালীন সময়ে রাজ্যের রিলিফ কমিশনার এবং ইন্সিডেন্ট কমান্ডার ব্রিজেশ পান্ডে স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এসইওসি) ঘুরে দেখেন। বাস্তবিক অর্থেই এরকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য্যে যাতে গতি আনা যায় সেজন্য তিনি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দুপুর ১২টায় এসইওসি গুলিতে মহড়া পরবর্তী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলিতে মহড়ায় অংশ নেওয়া দপ্তর ও সংস্থাগুলির জেলা পর্য্যায়ের আধিকারিকগণ ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য্যে আরও কিভাবে গতি আনা যায় সেবিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনা থেকে এধরণের সর্বাত্মক মহড়া নিয়মিতভাবে করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শুধু বন্যা ও ভূমিধুস নয় ভূ-কম্পনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার মতো বিষয়ে জনসাধারণকে আরও বেশি সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তাও এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে।

বাংলাদেশীদের বিতাড়িত করার দাবির আড়ালে এ রাজ্য থেকে বাঙ্গালীদের বিতাড়িত করতে চাইছে তিপ্রা মথা: আমরা বাঙালি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: তিপ্রা মথা দল বাংলাদেশীদের বিতাড়িত করার দাবির আড়ালে এ রাজ্য থেকে বাঙ্গালীদের বিতাড়িত করতে চাইছে। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন আমরা বাঙালি দলের রাজ্য কমিটির সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী মৌলবাদীদের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিণামে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালি সহ অন্যান্যদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসে। এ পরিস্থিতিতে মুষ্টিমেয় কিছু বাঙালী হিন্দুসহ সংখ্যালঘু অংশের মানুষ জীবন বাঁচার তাগিদে ত্রিপুরাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাময়িককালের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবার জন্যে গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দল তিপ্রামথা নূতন উদ্যমে তৎপরতা শুরু করে।
তিনি আরো বলেন, তারা প্রথমে তাদের ছাত্রসংঘটনের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় নোটিশ জারি করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে বলে। পরে তাদের এক মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় অনুপ্রবেশকারীদের ছাল চামড়া তুলে দেবার ফতুয়া জারী করে। অবশেষে গত ৭ই জুলাই আগরতলা শহরে মিছিল মিটিং করে অতিসত্ত্বর অনুপ্রবেশকারীদের হাত পা বেঁধে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার দাবী তুলে। তাদের হুমকি সরকার যদি একাজে বিলম্ব করে তবে প্রয়োজনে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করবে।
তিনি আরো উল্লেখ করেন, গত ৭ জুলাই আগরতলা শহরে অরাজনৈতিক নাম দিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করা হলেও আন্দোলনের নেতা রঞ্জিত দেববর্মা একজন বিধায়ক এবং তিপ্রামথার সক্রিয় নেতা। আমরা বাঙালি দলের নেতা গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল দাবি করেন, প্রকাশ্য জনসভায় রঞ্জিৎবাবুর বক্তব্য ও দাবী তিপ্রামথা দলেরই দাবি।
এই প্রেক্ষিতে আমরা বাঙালি দলের আশঙ্কা উপজাতিদেরকে ক্ষেপিয়ে তীব্র বাঙালি বিদ্বেসি করে নিজেদের দলীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারী কথার আড়ালে আসলে এরাজ্য থেকে এরা বাঙালী বিতাড়নের কাজে নেমেছে। কারণ, তাদের মতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে আসা সবাই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী। অথচ ত্রিপুরাবাসী মাত্রই অবগত যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা সমস্ত বাংলাদেশী শরনার্থীই মুক্তিযুদ্ধের পর সে দেশে চলে গেছে। ১৯৭১ সালের পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানেও সেই চিত্র দেয়া যায়।
এমতাবস্থায় আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজা কমিটি দেশের ঐক্য সংহতি ও স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে থেকে তাড়ানোর পক্ষে হলেও বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে প্রাণরক্ষার তাগিদে মুষ্টিমেয় যারা এসেছে তাদের চিহ্নিত করে জাতীয়-আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সরকারী উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরৎ পাঠাবার পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে মানবতাতে কোনভাবেই লঙ্ঘন করা চলবেনা দাবি জানান আমরা বাঙালি দল।

রাইমাভ্যালীতে সিপিআইএম-এর ধর্মঘটকে বর্জন, স্বাভাবিক জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৯ জুলাই : সিপিআইএম শ্রমিক সংগঠনের ডাকা সারা দেশব্যাপী ধর্মঘটকে কার্য্যত বয়কট করল রাইমাভ্যালী এলাকার মানুষ। বুধবার সকাল থেকে রাইমাভ্যালী বিধানসভা এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন বজায় ছিল। হাটবাজার, যান চলাচল, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সবই ছিল আগের মতো সচল। সাধারণ মানুষের এই সাড়া প্রমাণ করে তারা সিপিআইএম-এর এই বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিন রাইমাভ্যালী মন্ডল কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি রাইমাভ্যালী মন্ডল সভাপতি ধন্য মানিক ত্রিপুরা বলেন, সিপিএম-এর এই কর্মনাশা ও সর্বনাশা ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করায় শিক্ষক, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যে শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। রাইমাভ্যালীর মানুষও সেই পথেই এগিয়ে চলছে। তাই তারা সিপিআইএম-এর এই ধর্মঘটকে শক্তভাবে বর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন উন্নয়ন ও শান্তি চায়, অশান্তির রাজনীতি আর রাজ্যের মানুষ মেনে নিচ্ছে না। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য সরকার, কৃষাণ মোর্চা রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি গোপাল সরকার ও বিজেপি ধলাই জেলার নেতা সুমন রুদ্র পাল প্রমুখ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে বন্ধ-ধর্মঘটে কার লাভ হয় না, বরং ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। তাই রাইমাভ্যালী সহ গোটা রাজ্যের মানুষ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে সিপিআইএম-এর এই ডাকা ধর্মঘটকে কার্য্যত ব্যর্থ করে দিয়েছে।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই গোটা রাজ্যের ৭৬ টি জায়গায় বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এমডিএমএ)-র সহায়তায় এবং দি ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে আজ সমগ্র রাজ্যে বন্যা এবং ভূমিধস মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (ডিডিএমএ) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রাজ্যের রাজস্ব দপ্তর এই মহড়া পরিচালনা করে। রাজ্যের ৭৬টি জায়গায় একই সঙ্গে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের শহর এবং গ্রামঞ্চলের নিম্নাঞ্চল, হাসপাতাল, ভূমিধস প্রবণ এলাকা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো স্থলে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী অংশগ্রহণ করে। বন্যা ও ভূমিধুসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে কিভাবে দুর্গতদের উদ্ধার করা হবে তা এই মহড়ায় তুলে ধরা হয়। বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।
এর মধ্যে ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম (আইআরএস), এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা, আসাম রাইফেলস, বিএসএফ, সিআরপিএফ-র আধিকারিক ও জওয়ানগণ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ, ওএনজিসি, গেইল, নেপকো, টিএনজিসিএল, ওটিপিসি-র মতো পাবলিক সেক্টর আন্ডার টেকিং-এর প্রতিনিধিগণ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, আপদা মিত্র, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই মহড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।
এই মহড়ার মাধ্যমে রাজ্য এবং জেলা পর্য্যায়ের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-গুলির কার্য্যকরিতা খতিয়ে দেখা হয়। প্রত্যেক জায়গায় ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম জরুরী পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আইআরএস-র পরিকাঠামোকে সক্রিয় করে তোলে। পর্য্যবেক্ষকগণ মহড়ার এই পর্ব খতিয়ে দেখেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গার চিত্র সরাসরি দেখানো হয়। মহড়া চলাকালীন সময়ে রাজ্যের রিলিফ কমিশনার এবং ইন্সিডেন্ট কমান্ডার ব্রিজেশ পান্ডে স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এসইওসি) ঘুরে দেখেন। বাস্তবিক অর্থেই এরকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য্যে যাতে গতি আনা যায় সেজন্য তিনি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দুপুর ১২টায় এসইওসি গুলিতে মহড়া পরবর্তী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলিতে মহড়ায় অংশ নেওয়া দপ্তর ও সংস্থাগুলির জেলা পর্য্যায়ের আধিকারিকগণ ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য্যে আরও কিভাবে গতি আনা যায় সেবিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনা থেকে এধরণের সর্বাত্মক মহড়া নিয়মিতভাবে করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শুধু বন্যা ও ভূমিধুস নয় ভূ-কম্পনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার মতো বিষয়ে জনসাধারণকে আরও বেশি সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তাও এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে।
আগরতলা: পশ্চিম জেলার ১২টি স্থানে ভূমিধস ও বন্যা মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ভূমিধস ও বন্যা মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলায় হয় মূল মেগা মহড়া। এই মহড়ায় স্টেজিং এরিয়া রাখা হয় হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণের মাল্টিপারপাস হল। এই স্টেজিং এরিয়ায় সকাল সাড়ে সাতটায় জেলা প্রশাসন, অগ্নি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পূর্ত দপ্তর, আসাম রাইফেলস, পানীয়জল, স্বাস্থ্য, পুলিশ, বিদ্যুৎ, বিএসএফ, সিআরপিএফ, এনএসএস, এনসিসি-র জওয়ানগণ সহ প্রায় ১৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। পরে সেখানে থেকে সকলে নির্দিষ্ট মহড়া স্থানে পৌঁছান। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্য্যালয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান।
এই মহড়া অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন এনডিএমএ থেকে মেজর জেনারেল সুধীর বাহি (রিটায়ার্ড) এবং রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। এছাড়াও স্টেজিং এরিয়া এবং মহড়া স্থানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, মহকুমা শাসক সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিগণ। জেলাশাসক জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ১২টি স্থানে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ভূমি ধুসের মহড়া অনুষ্ঠিত হয় মান্দাই ব্লকের ডনবস্কো স্কুলে, বেলবাড়ি ব্লকের সতীশ ব্রিক ফিল্ডে এবং হেজামারা ব্লকের সুবল সিং এই তিনটি স্থানে। বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে মহড়া হয় পূর্ব নোয়াগাঁও, গামছা কোবরা ভিলেজ, বড়জলা বীনাপানি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, রাধাছড়া পঞ্চায়েত, ভাগলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লেক, বিদ্যাসাগর লেক, আনন্দনগর বোট পার্কে, এমবিবি কলেজ লেকে এবং আইজিএম হাসপাতালে। এই মহড়া অনুষ্ঠানে আইজিএম হাসপাতালকে নোডাল হাসপাতালে পরিণত করা হয়। মহড়া অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক জওয়ান এবং আধিকারিক ও উপস্থিত সকলের প্রচেষ্টায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি জানান।
লংতরাইভ্যালি: রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় আজ লংতরাইভ্যালি মহকুমায়ও বন্যা ও ভূমিধসের উপর একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়া স্টেজিং এরিয়া হিসেবে ছিল ছৈলেংটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনী, এসডিআরএফ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)"র সদস্যাগণ এই মহড়ায় অংশ নেন। রাজ্যে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের মত ঘটনা ঘটলে কিভাবে তা মোকাবিলা করা হবে তা মহড়ায় তুলে ধরা হয়।
উদয়পুর: সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগেও আজ সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমার ৬টি স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ ভূমিধস ও বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদয়পুর মহকুমার মহারাণী ব্যারাজ, জগন্নাথ দিঘি, অমর সাগর, কাকড়াবন সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বন্যা মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কিল্লা ব্লকের কিল্লা রাইয়াবাড়ি রোড এবং টেপানিয়া ব্লকের গোমতী জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ভূমিধুস বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়া পরিচালনায় বিভিন্ন দপ্তর, ভলান্টিয়ার টিম, আপদামিত্র এবং স্থানীয় জনগণ অংশ নিয়েছে। এই মহড়া চলাকালীন সময়ে উদ্ধারকারী দল মোট ৩০২ জনকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছে। মহড়ার স্থানগুলি পরিদর্শন করেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের।
তেলিয়ামুড়া: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কার্য্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা মোকাবিলার লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক মেগা মহড়ার আয়োজন করা হয়। মহকুমার তিনটি ব্লকের ৬টি স্থানে পৃথকভাবে এই মহড়া পরিচালিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমিধস ও বন্যার সময় দ্রুত এবং সমন্বিতভাবে উদ্ধার কার্য্যে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ৩৬ মাইল ও ৪৩ মাইল এলাকায় ভূমিধস সংক্রান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় দেখানো হয় কিভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের সময় মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, আহতদের উদ্ধার এবং জরুরী পরিষেবা প্রদান করা যায়।
অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া ব্লকের চালিতাবাড়ি এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের অন্তর্গত দশমীঘাট প্রাঙ্গণে বন্যা মোকাবিলা সংক্রান্ত মহড়া পরিচালিত হয়। একই সাথে কল্যাণপুর ব্লকের কুচপাড়া ও মরগাংপাড়া এলাকাতেও বন্যা মোকাবিলা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এসব মহড়ায় উদ্ধার, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, অস্থায়ী ত্রাণ শিবির স্থাপন ইত্যাদি কার্য্যক্রম প্রদর্শন করা হয়।
ধর্মনগর: প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা ও ভূমিধস মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া আজ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের মোট চারটি স্থানে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর পুর পরিষদের শিববাড়ি এলাকায় বন্যা বিষয়ক মহড়ায় আইসিপি কমান্ডার ছিলেন পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও অমরচান বিশ্বাস, কদমতলা ব্লকের কুর্তি তহশীল এলাকায় বন্যা বিপর্যয় মহড়ায় আইসিপি কমান্ডার ছিলেন কদমতলা ব্লকের বিডিও সঞ্জীব দেবনাথ, যুবরাজনগর ব্লকের বৈঠাংবাড়ি এলাকায় ভূমিধস বিষয়ক মহড়ায় আইসিপি কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকার, কালাছড়া ব্লকের ইচাইলালছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাছে বন্যা বিষয়ক মহড়ায় আইসিপি কমান্ডার হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন কালাছড়া ব্লকের বিডিও নিরঞ্জন দেবনাথ।
মহড়ার জন্য স্টেজিং এরিয়া করা হয় ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্য্যালয় প্রাঙ্গণ। স্টেজিং এলাকার ইনচার্জ ছিলেন ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা। ধর্মনগরের এই মহড়ায় চারটি স্থানেই রিলিফ ক্যাম্প করা হয়। চারটি রিলিফ ক্যাম্পে মোট ৭৫ জনকে রাখা হয়। পুলিশ, টিএসআর, বিএসএফ, ফায়ার সার্ভিস, মেডিক্যাল টিম, আপাদ মিত্র, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারগণ এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। আপতকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে কিভাবে দুর্গতদের উদ্ধার করা হয়ে থাকে, কোথায় যোগাযোগ করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছেন আজকের এই মহড়ার মাধ্যমে।
কমলপুর: কমলপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকা, সালেমা ব্লক ও দুর্গা চৌমুহনী ব্লকে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় স্বেচ্ছাসেবক, আপদামিত্র, এনজিও, এনডিআরএফ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, পিডব্লিউডি, আরডি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তর অংশগ্রহণ করে।
মোহনপুর: সারা রাজ্যের সাথে মোহনপুর মহকুমায়ও আজ প্রাকৃতিক দুর্য়োগ মোকাবিলার উপর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা ব্লকের গামছাকোবরা ভিসি অফিস প্রাঙ্গণে, মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের নিকট, বামুটিয়া ব্লকের ভাগলপুর লেকে, হেজামারা রকের সুবল সিং এলাকায় মহড়াগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও গবাদি পশুকে কিভাবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কিভাবে জরুরী নানা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রদর্শন করা হয়। মহড়ায় টিএসআর, অগ্নি নির্বাপক, বিদ্যুৎ, পূর্ত, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, আপদামিত্র, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। ৪টি স্থানে মহড়ায় মোট ৯৬ জন উদ্ধারকারীদলের সদস্য অংশগ্রহণ করেন। মহড়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান।
কৈলাসহর: আজ সকালে কৈলাসহর মহকুমার কাতলদীঘির পাড়, আরজিএম হাসপাতাল, শ্রীরামপুর এইচ এস স্কুল, লক্ষীপুর পঞ্চায়েত অফিস, চিনিবাগান বাজার ও সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুল এলাকা জুড়ে বন্যা ও ভূমিধস সংক্রান্ত বিষয়ে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার আপাদামিত্র, টি এস আর জাওয়ান, বি এস এফ, অগ্নিনির্বাপক, মেডিক্যাল টিম, বিদ্যুৎ, পূর্ত দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। মহড়ায় ইন্সিডেন্ট কমান্ডার হিসেবে ছিলেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার।
পানিসাগর: রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভূমিধস ও বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে মহড়া আজ পানিসাগর মহকুমার মোট ৪টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমায় পানিসাগর মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্য্যালয় প্রাঙ্গনে, জলাবাসা বাজার প্রাঙ্গনে, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ১১নং ওয়ার্ড, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডে বন্যা ও ভূমিধসের উপর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা ডিসিএমগণ, ব্লকের বিডিওগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, ভলান্টিয়ার টিম এবং আপদা মিত্র সদস্যরা।
কাঞ্চনপুর: আজ সারা রাজ্যের সঙ্গে কাঞ্চনপুর মহকুমায় মোট ৪টি স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভূমিধুস ও বন্যা মোকাবিলা বিষয়ে এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চনপুর মহকুমার ডাকবাংলো সংলগ্ন স্থানে বন্যা মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। দশদা ব্লকের অন্তর্গত সুভাষনগর ভিলেজের ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের অফিস সংলগ্ন স্থানে ভূমি ধুসের উপর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। লালজুরি ব্লকের অন্তর্গত ব্লক অফিস সংলগ্ন স্থানে ভূমিধসের উপর মহড়া অয়োজিত হয়। জম্পুইহিল ব্লকের অন্তর্গত তাকসি ভিলেজে ভূমিধুসের উপর মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা বিপর্য্যয় শাখার আধিকারিক তথা ডিসিএম রাজীব ভট্টাচার্য্য, তিন ব্লকের বিডিওগণ, মহকুমার ডিসিএমগণ, আরক্ষা, টিএসআর, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ, ভলান্টিয়ার টিম এবং আপদা মিত্র সদস্যরা।
সোনামুড়া: আজ সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সোনামুড়া মহকুমার রাজঘাট-১, রাজঘাট-২, পূর্ব চন্ডীগড়, পোয়াং বাড়ি এবং তেলকাজলাস্থিত লোহার ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়াগুলোতে বন্যা ও ভূমিধস সহ যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্য়োগের পূর্বে, দুর্য়োগ চলাকালীন সময়ে এবং দুর্য়োগের পরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বাঁচানোর জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সামাজিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি দলের কি কি করনীয় তা মহড়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। নলছড় ব্লকের বিডিও সুশান্ত চক্রবর্তী, মোহনভোগ ব্লকের বিডিও শ্রীকান্ত চক্রবর্তী এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও অভিজিৎ কুমার দাস, সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের দুর্য়োগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার শাখা আধিকারিক তথা ডিসিএম প্রবীর সাহা, মহড়াগুলি পরিচালনা করেন। টিএসআর ১১ নং ব্যাটেলিয়ন, বিএসএফ-এর ৮১ নং ব্যাটেলিয়ন, পুলিশ কর্মীগণ, ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, এনএসএস ভলান্টিয়ার্স, স্বাস্থ্য দপ্তর, অগ্নিনির্বাপক সহ অন্যান্য দপ্তর ও স্থানীয় জনগণ মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেন।
খোয়াই: আজ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় মোকাবিলা বিষয়ক এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী খোয়াই মহকুমার এয়ারপোর্ট মাঠে স্ট্যাজিং এরিয়া গঠন করে খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল ব্লকের বেলফাং, তুলাশিখর ব্লকের পশ্চিম বাচাইবাড়িতে ভূমি ধুসের উপর মহড়া প্রদর্শন করা হয় ও ভূমিধসে কিভাবে উদ্ধারকার্য্য চালাতে হয় তা হাতে কলমে ট্রাস্ক ফোর্সের কর্মীগণ করে দেখান। একই সাথে মহকুমার জামিরা পাড়া, খোয়াই দশমীঘাটে ও নামা পাড়ায় খোয়াই নদীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আহতদের কিভাবে উদ্ধার করতে হয় তা হাতে কলমে প্রদর্শন করে দেখানো হয়। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা শাসকদ্বয় অভিজিৎ চক্রবর্তী ও অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদা, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক শীর্ষেন্দু দেববর্মা, জিলা পরিষদের সদস্য সচীব রূপাশুন দাস, ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম অফিসার সংহিতা সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠিত মহড়ায় ১২ জন পর্যবেক্ষক, ৫টি টাক্সফোর্সের ১৫০ জন, ৭০ জন সিভিল ডিফেন্স সদস্য-সদস্যা, ৫০ জন আপদা মিত্র সহ, অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, টিএসআর, আরক্ষা সহ বিভিন্ন কার্য্যালয়ের কর্মীগণ অংশ নেন।

উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থানায় ও মাই ভারত উত্তর ত্রিপুরার উদ্যোগে একদিবসীয় স্বচ্ছ ভারত মিশন ও জল জীবন মিশন এর উপর এক ফ্লাগশিপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থানায় ও মাই ভারত উত্তর ত্রিপুরার উদ্যোগে আজ ৯ই জুলাই জলেবাসা দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় একদিবসীয় স্বচ্ছ ভারত মিশন ও জল জীবন মিশন এর উপর এক ফ্লাগশিপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অপর্ণা নাথ সভাধিপতি উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈশাখী রায়, এমআইএস স্পেশালিস্ট , এসএমপিইউ ও পাপলু চক্রবর্তী আইইসি স্পেশালিস্ট উত্তর ত্রিপুরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দীপক বিল, সহকারি প্রধান শিক্ষক, জালাবাসা দ্বাদশমান বিদ্যালয়, পিতম নাথ সদস্য উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাই ভারত উত্তর ত্রিপুরার রনদ্বীপ রুদ্র পাল। অনুষ্ঠানটি আয়োজনের মূল লক্ষ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জন্য বনায়ন ও প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত সুস্থ ও পরিস্কার পরিচ্ছ সমাজ গঠন ও জল সংরক্ষণ। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আগামী ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছানো।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সভাপতি প্রীতম মালাকার। অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্য পূজা নাথ। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সবাইকে সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে অনুরোধ রাখেন ও মানসিকতার পরিবর্তন এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অঙ্গন

প্রস্তুতি জোরকদমে, শ্যামল চৌধুরী স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু ১৫ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরীর পিতা প্রয়াত শ্যামল চৌধুরীর স্মৃতিতে এবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা মজলিশপুর যুব মোর্চা মন্ডল। আগামী ১৫ জুলাই থেকে জিরানিয়া শচীন্দ্রনগর সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ডে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট ১৬ টি দল। যে সমস্ত দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আগামী ১২ জুলাই এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এন্টি ফি সহকারে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান মজলিশপুর যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি শিবায়ন দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদাস আরও জানান, টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চার চাকার গাড়ি। তাছাড়া রানার্স দলকে দেওয়া হবে ট্রফি সহ বাইক। মূলত যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে মাঠ মুখি করে তুলতেই যুব মোর্চার এ ধরনের উদ্যোগ। মজলিশপুর যুব মোর্চা রাজ্য সরকারের নেশা মুক্ত ত্রিপুরার স্লোগানকে বাস্তবায়ন করতে প্রতিনিয়তই নানা ক্রীড়া কর্মসূচী সংগঠিত করে আসছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই শ্যামল চৌধুরী স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট।টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহাকে।

সাফল্যের লক্ষ্যে ফরোয়ার্ডের ফুটবল টিম অভিনব অনুষ্ঠানে জার্সি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠে নামার আগেই চমকপ্রদ ধামাকা। ফুটবল মাঠে বহুবার ট্রফি জয়ের ঐতিহ্যবাহী ফরোয়ার্ড ক্লাব এবারও দারুণ টিম গঠন করেছে, টিএফএ-র আসন্ন দুটি টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে। রাখার শীল্ড নকআউট ফুটবল এবং প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। একদিকে মাঠে ভালো খেলা এবং অপরদিকে সাফল্য লাভ, দুইয়ের মিশেলে রাজ্য ও বহিঃ রাজ্যের খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ দারুন টিম গঠন করা হয়েছে। আজ, বুধবার সন্ধ্যায় খেলোয়ারদের উষ্ণ অভ্যর্থনা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাদের হাতে ক্লাবের জার্সিও তুলে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রথম সারির অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এক অভিনব জার্সি লঞ্চিং ও স্পন্সরদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ফরোয়ার্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়। সত্যিকার অর্থেই প্রথমবারের মতো এ ধরনের অনুষ্ঠান ফুটবল জগতে রাজ্যের নিরিখে এক অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে। এবারকার ফরোয়ার্ড ক্লাব টিমের হয়ে যারা খেলবে মোহাম্মদ সিনান, অঙ্কিত ভুইয়া, লেই রাবেল, নংখা, মেইতান খুমান, আদর্শ ভি জে, সি সিয়ামপুইয়া, অনিকেত জমাতিয়া, মইরান থ্যাম সিং , ছংথাম সিং, নিনথাজাম সিং, মোঃ মোশারফ, প্রীতম সিং, ইয়ামি লঙা, টেলেম সিং , চেষ্টার লন্ডন, আব্দু কে, মনোজিৎ সিং বড়ুয়া, সেনবা ভ্যাম, অমিত জমাতিয়া, অজয় দেববর্মা, এলটন ডার্লং। অনুষ্ঠানে স্পন্সর সুজয় রায় কে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন ক্লাবের সভাপতি বাসুদেব চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ক্লাবের সম্পাদক পার্থসারথি গুপ্ত, প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণ কমল বণিক সহ ক্লাবের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা বৃন্দ এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবল প্রেমীদের ভালো খেলা উপহারের লক্ষ্য এগিয়ে চলো সঙ্ঘের : সুমন্ত গুপ্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য এবার দ্বিমুকুট জয় করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বড় বাজেটের দল গড়লো ময়দানের ঐতিহ্যবাহী এগিয়ে চলো সংঘ। আসন্ন রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলে তিনবারের লিগ জয়ী এবং চারবারের শিল্ড জয়ী এগিয়ে চলো সংঘকে এ বছর নেতৃত্ব দেবেন কালিম্পং দেবাশীষ রাই। ডেপুটি হিসেবে থাকবেন ভূমিপুত্র সাবাত জমাতিয়া। বুধবার ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলীয় ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দেন দলের মূল স্পনসরার হিরোদ্বীপ এর কর্ণধার দ্বীপ দেবনাথ। ক্লাব সচিব সুমন্ত গুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমাদের এবারের লক্ষ্য দ্বিমুকুট জয় করা। পাশাপাশি রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া আমাদের প্রথম কাজ।
তা মাথায় রেখে ভিন রাজ্যের সেরা ফুটবলারদের দলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের লক্ষ্য থাকবে ফুটবল প্রেমীদের মাঠমুখি করা। চাইছি ফুটবলপ্রেমীরা মাঠে এসে যেন ভাল খেলা দেখতে পারে। এছাড়া আমরা চাই মাঠে সুস্থ পরিবেশ যাতে বজায় থাকে। সাংবাদিক সম্মেলনে এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি চঞ্চল নন্দী, কোচ সুজিত হালদার, ম্যানেজার অশ্বিনী ধানুক, ক্লাবের ফুটবল দল গঠনের অন্যতম কারিগর দীপক সাহা সহ অন্যান্যরা। দলের কোচ সুজিত হালদার এবছর সাফল্য পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এবছর এগিয়ে চলো সংঘের জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে নামবেন আদর্শ লামা তামাং, অক্ষয় থাপা, ব্যাঞ্জামিন লুপেন, দেবাশীষ রাই (অধিনায়ক), বুয়াম, অমরজিৎ সিং, রমেন সিং, রাজেন্দ্র সিং, সত্যম সিং, উত্তম রাই, শ্যাম কুমার, নবদ্বীপ নারজ্জিরানী, বুদ্ধ দেববর্মা, অমিত জমাতিয়া, নাইসা জমাতিয়া, সাবাত জমাতিয়া (সহ অধিনায়ক), বুলেমনি জমাতিয়া, বাদল দেববর্মা, শান্তাজয় রিয়াং এবং ভক্ত সাধন জমাতিয়া। কোচ সুজিত হালদার, সহকারি কোচ জন ভট্টাচার্য, ম্যানেজার অশ্বিনী ধানুক এবং ফিজিও সৌভিক দাস।

শেষ চারে সাবালেঙ্কা, জেতাল অভিজ্ঞতা

এ বারের উইম্বলনের সবচেয়ে বড় অঘটনটা ঘটতে পারত মঙ্গলবার। মহিলাদের শীর্ষ বাছাই এরিনা সাবালঙ্কা ছিটকে যেতে পারতেন কোয়ার্টার ফাইনালে। জার্মানির অবাছাই খেলোয়াড় লরা সিগমুন্ডকে হারালেন অভিজ্ঞতায়। সাবালেঙ্কার পক্ষে ম্যাচের ফল ৪-৬, ৬-২, ৬-৪। শেষ আটের লড়াইয়ে এ দিন জিতলেন অন্য বাছাই খেলোয়াড়েরাও। বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রিটেনের ক্যামেরন নরিকে সরাসরি সেটে হারালেন দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজ।
কোয়ার্টার ফাইনালে কিছুটা অগোছাল দেখাল সাবালেঙ্কাকে। বেশ কিছু 'আনফোর্সড এরর' করে বসলেন। তার মূল্য চোকালে হল ৪-৬ ব্যবধানে প্রথম সেট হাতছাড়া করে। সে সময় মনে হচ্ছিল, উইম্বলডনের সেমিফাইালে ওঠা যেন সিগমুন্ডের কাছে সময়ের অপেক্ষা। তবে খেলার গড়াতে ক্রমশ ছন্দ ফিরে পেলেন সাবালেঙ্কা। সম্পূর্ণ চেনা মেজাজে হয়তো এ দিন পাওয়া গেল না তাঁকে। তবু জার্মান প্রতিপক্ষ হারানোর জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। ৬-২ ব্যবধানে সহজে দ্বিতীয় সেট জিতে নিয়ে সমতা ফেরান। তবে তৃতীয় সেটে সাবালেঙ্কাকে আবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেন সিগমুন্ড। একটা সময় ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়েও যান তিনি। মোক্ষম সময়ে প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভেঙে লড়াইয়ে ফেরেন সাবালেঙ্কা। টানা তিনটি গেম জিতে সেট দখল করেন। একই সঙ্গে ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটের লড়াইয়ের পর উইম্বলডনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই।
প্রত্যাশা মতোই উইম্বলডনের সেমিফাইনালে পৌঁছোলেন গত বারের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ। আয়োজক দেশের টেনিসপ্রেমীরা ভাল কিছুর আশায় ছিলেন নরিকে নিয়ে। কিন্তু ২২ বছরের স্প্যানিশ খেলোয়াড় তাঁকে দাঁড়াতেই দিলেন না। ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একপেশে ভাবে জিতে শেষ চারে পৌঁছে গেলেন রাফায়েল নাদালের শিষ্য। ম্যাচের ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-২, ৬-৩, ৬-৩। সেন্টার কোর্টে প্রথম থেকেই দাপট ছিল আলকারাজের। একের পর এক 'এস' সার্ভিস করে কোণঠাসা করে দিলেন নরিকে। ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকলেন আলকারাজ।
এ দিন মহিলাদের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৩ নম্বর বাছাই আমেরিকার অ্যামান্ডা অ্যানিসিমোভা এবং অবাছাই আনাস্তাসিয়া পাভলিউচেনকোভা। প্রথম সেট ৬-১ ব্যবধানে সহজে জিতে নেন অ্যামান্ডা। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য তীব্র লড়াই হয়। ৬-৬ হওয়ার পর টাইব্রেকার শুরু হয়। টাইব্রেকারেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যামান্ডা জিতলেন ১১-৯ ব্যবধানে। ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটের লড়াইয়ে মহিলাদের ১৩নম্বর বাছাইয়ের পক্ষে ফল ৬-১, ৭-৬ (১১-৯)।
পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে পৌঁছোলেন পঞ্চম বাছাই টেলর ফ্রিৎজও। আমেরিকার খেলোয়াড়কেও কঠিন লড়াই করতে হল। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ১৭তম বাছাই কারেন খাচানভ। ২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের লড়াইয়ে ফ্রিৎজের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ (৭-৪)। প্রথম দু'টি সেট জিতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার কিছুটা ছন্দ পতন হয়ে ফ্রিৎজের। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি বিশ্বের প্রাক্তন আট নম্বর খাচানভ। চতুর্থ সেটেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল দু'পক্ষের। শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে পৌঁছোলেন ফ্রিৎজ।

অনুশীলনে এলেন না শুভমন-সহ সাত ভারতীয় ক্রিকেটার !

রবিবার এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট জিতেছে ভারত। বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট। তার আগে মঙ্গলবার অনুশীলনে দেখা গেল না দলের সাত ক্রিকেটারকে। মাঝে মাত্র তিন দিনের বিশ্রাম থাকায় হয়তো মঙ্গলবার অনুশীলন করেননি শুভমন গিলেরা। আগের টেস্টের ধকল সামলাচ্ছেন তাঁরা।
সোমবার বাসে বার্মিংহ্যাম থেকে লন্ডনে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। পাঁচ দিনের খেলার ধকল সামলানোর জন্যই অধিনায়ক শুভমন ও সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ মঙ্গলবার অনুশীলন করেননি। ছিলেন না ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ, আকাশদীপ, লোকেশ রাহুল এবং যশস্বী জয়সওয়ালও। তৃতীয় টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে যাঁদের খেলার সম্ভাবনা, তাঁদের মধ্যে করুণ নায়ার, জসপ্রীত বুমরাহ, নীতীশ রেড্ডি ও রবীন্দ্র জাডেজাকে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে।
ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ও সহকারী কোচদের নজরদারিতে অনুশীলন সারেন শার্দূল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব ও অর্শদীপ সিংহও। যা পরিস্থিতি তাতে লর্ডসে বুমরাহ খেলবেন। সে ক্ষেত্রে বসবেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। সেই কারণেই হয়তো মঙ্গলবার লর্ডসের নেটে অনেক ক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করতে দেখা যায় প্রসিদ্ধকে। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের সামনে বলও করেন তিনি।
মঙ্গলবার হালকা অনুশীলন করেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সকলের নজর ছিল বুমরাহের দিকে। হেডিংলেতে খেলার পর এজবাস্টনে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি কী পরিস্থিতিতে রয়েছেন সে দিকেই সকলের নজর ছিল। বুমরাহ পুরোদমে বল করেছেন। তাঁর বলের সামনে সমস্যায় পড়তে দেখা যায় করুণ, সাই সুদর্শনকে। মাঝেমধ্যে সতীর্থ ও কোচিং স্টাফদের সঙ্গে মজাও করছিলেন তিনি।লর্ডসে নামার আগে অনেক ক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করতে দেখা যায় জাডেজাকে। এজবাস্টনে দুই ইনিংসেই অর্ধশতরান করেছেন তিনি। লর্ডসের উইকেটে ঘাস বেশি থাকায় সেখানেও জাডেজাকে প্রয়োজন ভারতের। তাই ব্যাটিংয়ের দিকে নজর দেন তিনি। গম্ভীরের সঙ্গে অনেক ক্ষণ কথাও বলতে দেখা যায় তাঁকে। দীর্ঘ স্পেল করেন নীতীশও। সবুজ উইকেটে তিনি চতুর্থ পেসারের দায়িত্ব সামলাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মাঠে ভালো খেলা উপহার দিতে প্রস্তুত ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাধ অনেক, তবে সাধ্য খুবই কম। এরপর ও ময়দান ছাড়ে নি ঐতিহ্যবাহী ফুটবল অন্ত প্রাণ টাউন ক্লাব। এবারও রাখাল শিল্ড এবং এ ডিভিশন ফুটবল লীগ আসরে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী দল গঠন করে ময়দানে দর্শকদের ভালো খেলা উপহার দিতে প্রস্তুত টাউন ক্লাবের কর্মকর্তারা। বুধবার শহরের অভিজাত হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করলেন টাউন ক্লাবের প্রতিনিধিরা। এবছর টাউন ক্লাব দলকে নেতৃত্ব দেবেন সুকান্ত জমাতিয়া। কোচ হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন সুজিত ঘোষ। স্থানীয় এবং বহিঃ রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে একটা ব্যালান্সড টিম গঠন করেছে টাউন ক্লাব বলে জানালেন দলের কোচ সুজিত ঘোষ। বহিঃ রাজ্যের ছয় জন ফুটবলার রয়েছে এবার টাউন ক্লাবের দলে। সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যেই টাউন ক্লাবের জার্সি উন্মোচন করলেন কর্মকর্তারা। জার্সি উন্মোচনে ছিলেন টাউন ক্লাবের পেট্রন সুব্রত দত্ত চৌধুরী, ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সুজিত সাহা, তপন সাহা, টাউন ক্লাবের সম্পাদক রূপক সাহা প্রমূখরা। এবছর টাউন ক্লাবের জার্সি স্পন্সর করলেন হোটেল সোনার তরী এবং এমএল প্লাজা আর এক সেট জার্সি দিলেন দলের ম্যানেজার সুবীর সরকার। মোট তিন সেট জার্সি রয়েছে এবার টাউন ক্লাবের ফুটবলারদের। দলের বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে টাউন ক্লাবের পেট্রন সুব্রত দত্ত চৌধুরী বললেন, টাউন ক্লাব আর্থিক দৈন্যতার জন্য খুব একটা অর্থ খরচ করতে পারে না। এরপরও ক্লাবের সকলের সহযোগিতায় এবার টাউন ক্লাবের বাজেট ১৪ লক্ষ টাকার মতো হয়েছে। কোচ সুজিত ঘোষ আশাবাদী এ বছর রাখাল শীল্ড এবং এ ডিভিশনে দর্শকদের মন ভরানো ফুটবলই উপহার দেবে টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা। ফুটবল অন্ত প্রাণ এই টাউন ক্লাবের জন্ম ১৯৬৯ সালে। ময়দানে টাউন ক্লাবের ইতিহাস রয়েছে ব্যাপক। বিগত দিনে ১৭ বার এ ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঐতিহ্যবাহী রেকর্ড রয়েছে টাউন ক্লাবের দখলে। রাখাল শিল্ডে বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেছে এই ক্লাব।

বৃষ্টিতে খেলা পন্ড : সিনিয়র স্টেট মিট এলিট ক্রিকেটের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুষলধারে বর্ষণ, পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচ ছিল বুধবার। এদিন খেতাব দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল সদর এবং বিশালগড় মহকুমা। মঙ্গলবার ভোর রাত থেকেই মুষলধারে বৃষ্টির ফলে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। বুধবার ও সারাদিন চলে বৃষ্টি। বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত করা হয় ম্যাচটি। আজ রিজার্ভ ডে-তে ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আজ আদৌ খেলা করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ। গেল বছর প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিল। শেষে টসে আমবাসা মহকুমাকে পরাজিত করে এলিট গ্রুপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা। এবারও কি টসে হবে খেতাব নির্ণায়ক তা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা? এদিকে আমবাসা এবং অমরপুরের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য হয়নি। এদিন রিজার্ভ ডে তে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ম্যাচটি হয়নি। দুজনকে দু পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। ছয় ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমবাসা মহকুমা। আট পয়েন্ট নিয়ে অমরপুর মহকুমা রয়েছে শেষ স্থানে। বি গ্রুপে।

মহিলা ফুটবলারদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কল্যাণী দে ফাউন্ডেশনের বিশেষ উদ্যোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের মহিলা ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন'। এবছর মহিলা ফুটবল লিগের আসরে সর্বাধিক গোল স্কোরারকে 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন' থেকে দুই হাজার টাকা প্রাইজমানি দেয়ার ঘোষনা করা হয়।
ইতিমধ্যেই 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষ থেকে ডিরেক্টর অভিষেক দে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরীকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি অবগত করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং তিন দশক ধরে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর বাংলা সংবাদপত্র স্যন্দন পত্রিকার ডিরেক্টর প্রয়াতা কল্যাণী দে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলরও।
তাঁর স্মৃতিতে 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন' গড়ে তোলা হয় সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে। বিশেষ করে বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম সহ অসহায় মানুষের সেবার জন্যই 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন' প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এবার মহিলা ফুটবলাদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছে। 'কল্যানী দে ফাউন্ডেশন'-এর ডিরেক্টর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

লর্ডসেই কি সত্যিই ইংলান্ড একাদশে ফিরছেন জোফ্রা ?

লর্ডস: আগামী ১০ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-ইংলান্ড। প্রথম টেস্টে লিডসে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। আর দ্বিতীয় টেস্টে বার্মিংহামে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় দল। পাঁচ মাচের টেস্ট সিরিজের ফল এই মুহূর্তে ১-১। আগের মাচে বার্মিংহ্যামে ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডের সামনে ৬০৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাচে ইংল্যান্ড বোলিং লাইন আপকে বেশ দুর্বল মনে হয়েছিল। তরুণ জশ টাং ও ব্রেন্ডন কেয়ার্স থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তৃতীয় টেস্টে তাই অভিজ্ঞ জোফ্রা আর্চারকে ইংল্যান্ডের একাদশে দেখা যেতে পারে।
কিংবদন্তি প্রাক্তন ইংরেজ পেসার জেমস আন্ডারসন জানিয়েছেন, """অবশই ওকে দলের সঙ্গে প্রস্তুত হওয়ার আরও সময় দেওয়াই যেত। কিন্তু সমস্যাটা হল তাতে সিরিজে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই আমার মনে হয় যে তৃতীয় টেস্টেই হয়ত আর্চারকে খেলতে দেখা যাবে। ও সাসেক্সের হয়ে খেলেছে। বেশ কয়েক ওভার বলও করেছে। এজবাস্টনে দলের সঙ্গেই ছিল। লর্ডসে গুরুত্বপূর্ণ মাচ হতে চলেছে। আমি মনে করি অবশ্যই আর্চারকে খেলানো উছিৎ।"""" মাকালাম বলছেন, """আর্চার মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছে। দারুণ আত্মবিশ্বাসী ও এখন। অবশ্যই টেস্ট দলে অনেক বছর পর ফিরল ও। চোটের জন্য ধারাবাহিক সুযোগও পায়নি। কিন্তু আমরা জানি যে আর্চার কি করতে পারে তা নিয়ে। কিন্তু এবার ওর সামনে সুযোগ এসেছে। আশা করি সামনেই ওকে আমরা দেখতে পাব মাঠে সাদা পোশাকে।""""
ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও আর্চারকে নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের পর মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, """ও আদৌ লর্ডসে খেলবে কি না তার সিদ্ধান্তটা আমাদের আগামীতে নিতে হবে। সবাই একসঙ্গে রয়েছি। একটা ঐক্যবদ্ধ দল। আর্চার দীর্ঘদিন পর টেস্ট ফর্মাটে ঢুকেছে। ও দনলের সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটিয়েছে। দলের স্বার্থে লর্ডসে আর্চারকে নেওয়া হতেই পারে।""""
লাল বলের ক্রিকেটে সম্প্রতি সাসেক্সের হয়ে ১৮ ওভারের স্পেলে ৩২ রান খরচ করে ১ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। এমনকী ব্যাট হাতেও ৩৪ বলে ৩১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ৩০ বছরের পেসার ২ টো টেস্ট মাচ খেলে ৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। অনভিজ্ঞ ইংল্যান্ড বোলিং লাইন আপে আর্চার ঢুকে পড়লে একটু হলেও চাপ বাড়বে ভারতীয় ব্যাটারদের।

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়ে সাসপেন্ড ভারতের উদীয়মান কুস্তিগির

অস্বস্তিতে ভারতের কুস্তিগির ঋতিকা হুডা। প্যারিস অলিম্পিকে কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়েছিলেন তিনি। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিলেন রুপো। এবার সেই কৃতি কুস্তিগির ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হলেন। তাঁকে সাসপেন্ড করল নাডা। তবে এই সাসপেনশন এক বছরের। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন ঋতিকা। সেখানেও তিনি ব্যর্থ হলে আরও বড় শাস্তির মুখে পড়তে হবে। যদিও এটাই তাঁর ডোপ টেস্টে প্রথম ব্যর্থতা, তা সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে চার বছরের জন্য সাসপেন্ড হতে পারেন ঋতিকা।৭৬ কেজি ক্যাটাগরি লড়েন ঋতিকা। এই পরিস্থিতিতে নাডার ডোপ কন্টোল অফিসাররা জাতীয় শিবির চলাকালীন ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে সিলেকশন ট্রায়ালের সময় ডোপ পরীক্ষা করেন তাঁর। আর তখনই জানা যায়, ঋতিকার মূত্রের নমুনায় মিলেছে নিষিদ্ধ ওষুধ। তবে কী ওষুধ পাওয়া গিয়েছে তা জানা যায়নি। ফলাফল মিলতেই ঋতিকাকে শিবির ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং 'ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেস্টলিং'-ও বিষয়টি জানতে পেরেছে। ২০২৬ সালের ৬ জুলাই পর্যন্ত সাসপেন্ড থাকবেন ঋতিকা। জানা গিয়েছে, ঋতিকাকে এবার হাজিরা দিতে হবে নাডার অ্যান্টি-ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেলের সামনে। সেখানে তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ পাবেন।২২ বছরের ঋতিকা দেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবান কুস্তিগির। গত মে মাসেই উলানবাতারে সোনা জিতেছিলেন তিনি। হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ড্ড্যাঙ্কিং সিরিজেও তাঁর অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত অলিম্পিকে হাঙ্গেরির কুস্তিগির বেরনাডেট ন্যাগিকে হারিয়ে ঋতিকা ওঠেন কোয়ার্টার ফাইনালে। প্রথম রাউন্ডে ৪-২ এগিয়ে গিয়েছিলেন ঋতিকা। ম্যাচের দ্বিতীয় রাউন্ডে আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠেন ভারতীয় কুস্তিগির। টানা ৮ পয়েন্ট জিতে নেন। ১২-২ পয়েন্টে টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটিতে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যান ঋতিকা। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল অলিম্পিকের শীর্ষ বাছাই কিরঘিজস্তানের আইপেরি মেডেট কিজি। শীর্ষ বাছাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করেন ঋতিকা। তিনি নির্ধারিত সময়ে মাত্র ১ পয়েন্ট নিতে দেন কিজিকে। নিজেও পান ১ পয়েন্ট। কিন্তু শীর্ষ বাছাই কিজি জিতে যান অ্যাডভান্টেজের নিরিখে।

টেস্ট অবসর নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন 'অভিমানী' কোহলি

মাত্র দু'মাস আগে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। গোটা ক্রিকেটদুনিয়া চমকে গিয়েছিল কোহলির এই সিদ্ধান্তে। কিন্তু কেন আচমকা অবসর? তিনি কি ক্লান্ত? নাকি তাঁকে অবসর নিতে 'বাধ্য' করা হয়েছে? এই নিয়ে জল্পনা কম হয়নি। অবশেষে টেস্ট অবসর নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন কোহলি। সেটা অবশ্য কিছুটা মজার ছলেই।
টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতীয় দল এখন ইংল্যান্ডে। কোহলিও লন্ডনে আছেন, তবে উইম্বলডন দেখতে। দু'মাস আগেও কেউ ভাবেনি, টিম ইন্ডিয়ার এতো কাছে থেকেও এতো দূরে থাকবেন তিনি। কিন্তু সেটাই হয়েছে। মাত্র ৩৬ বছরেই সাদা জার্সি তুলে রেখেছেন কোহলি। কিন্তু কেন? যুবরাজ সিংয়ের ফাউন্ডেশন 'ইউ উই ক্যান' ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। সেখানে মজার ছলে বলছেন, "দু'দিন আগেই দাড়িতে কলপ করলাম। যখন চারদিন পরপর দাড়িতে কলপ করতে হয়, তখন বুঝতে হবে সময় এসে গিয়েছে।"
কিন্তু সত্যিই কি সেটাই কারণ? ৩৬ বছর বয়সে বহু ক্রিকেটার দাপট দেখিয়েছেন। টেস্টে কোহলির ব্যাটে কিছুটা ওঠা-নামা থাকলেও সেটা নিশ্চয়ই কাটাতে পারতেন। নাকি গৌতম গম্ভীরের অধীনে 'তারুণ্যেই' বেশি জোর দেওয়া হয়েছে? 'দাড়ি পাকার' তুলনা টেনে কি সেটাকেই খোঁচা দিলেন 'অভিমানী' কোহলি?
ওই অনুষ্ঠানে যুবরাজ সিং, রবি শাস্ত্রী, শচীন তেণ্ডুলকর, ব্রায়ান লারারা উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোহলি আরও বলেন, "ওঁর সঙ্গে কাজ না করলে টেস্ট ক্রিকেটে যা করেছি, তা হত না। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। উনি যদি আমার পাশে না দাঁড়াতেন, সমালোচনা সহ্য না করতেন, তাহলে পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হত। আমার ক্রিকেট সফরে ওঁর বিরাট অবদান।"
সেই সঙ্গে যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও জানান। যখন যুবরাজের ক্যানসারের কথা জানা যায়, তখন কী প্রতিক্রিয়া ছিল? কোহলি বলছে, "আমাদের মধ্যে মাঠে ও মাঠের বাইরে দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। প্রচুর মজা করেছি। বিশ্বকাপের সময় ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তারপর যখন আমরা ক্যানসারের বিষয়ে জানতে পারলাম, তখন চমকে গিয়েছিলাম। এত কাছে থেকেও আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। তারপর ও ক্যানসারের সঙ্গে লড়ে কামব্যাক করেছে, সে জন্যই ও চ্যাম্পিয়ন।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি: বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিত মনে বাড়ি ফিরলেন সাক্ষাৎপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৪৭তম পর্বে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ পশ্চিম ভুবনবনের অজিত দেব তার স্ত্রীর হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে, সিপাহীজলার প্রতিমা অধিকারী আসেন পিত্তথলির পাথর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে, উজান অভয়নগরে শিউলী ভট্টাচার্য্যর স্বামীর হার্ট ব্লকেজের সমস্যা, ডুকলির খোকন বিশ্বাসের দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, যোগেন্দ্রনগরের তমাল সাহার স্ত্রীর কিডনির সমস্যা, ঊনকোটি জেলার সুধীর দেবনাথের স্ত্রীর চোখের সমস্যা, ভাটি অভয়নগরের বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ তার স্ত্রীর হৃদরোগ এবং কিডনির সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানুষ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে এসে তাদের সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন কুমার মজুমদার সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। আগরতলার কদমতলার রাজীব দেববর্মা তার ছেলেকে ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে তোলার সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তীকে এক্ষেত্রে কি করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ আজ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি কিছু সমস্যা পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে সমাধান করা হবে বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, আই. জি. এম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাদ্রী দেববর্মা, ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের ব্যবসায়ীর দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৯ জুলাই: ফের গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের এক ব্যবসায়ীর দোকানে চুরির ঘটনা সংগঠিত করলো চোরের দল। চুরের দলের থাবায় ব্যবসায়ীর ক্ষতি হলো প্রায় দশ হাজার টাকা। ঘটনা জানানো হয়েছে পুলিশে। তদন্ত করছে পুলিশ।

গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের ব্যবসায়ী নজরুল হক। গন্ডাছড়ার সবজি বাজারের পার্শবর্তী গলিতে নজরুল হকের দোকান। নজরুল হকের ওই দোকানে কয়েক মাস পূর্বেও একবার চুরির ঘটনা ঘটে। ওই চুরির ঘটনায়ও ১০-১৫ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নজরুলবাবুর। মঙ্গলবার রাতেও পুনরায় চুরির ঘটনা ঘটালো নিশিকুটুম্বের দল। ঘটনার বিস্তারিত জানাতে গিয়ে ব্যবসায়ী নজরুল হক জানান মঙ্গলবার রাতে তিনি অন্যান্য রাতের মতোই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। বুধবার বৃষ্টিপাত বেশী থাকায় বেশ কিছুটা সময় পড়ে দোকানে আসেন। নজরুলবাবু দোকানে এসেই দেখতে পান দোকানের ঝাপের একদিকের দুইটি তালা এবং কড়া ভাঙা। এতে সন্দেহ বাড়ে নজরুল বাবুর।

আশপাশের ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে দোকানে প্রবেশ করে দেখেন ছোট বড় দুইটি ক্যাশ বাক্সের তালা ভাঙা এবং ক্যাশ বাক্সের টাকা উধাও। নজরুল হক জানান দোকানের মালামালের মধ্যে বিড়ি সিগারেট নিয়ে গেছে চোরের দল। দুইটি ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় ৯-১০হাজার টাকাও হাতিয়ে নিয়েছে চোরের দল। পর পর দুইবারের চুরিকাণ্ডে ব্যবসায়ী নজরুল হক আনুমানিক ২৩ থেকে ২৫ হাজার টাকার ক্ষতির মুখে পড়লেন। ঘটনা পুলিশের গোচরে নেওয়া হয়েছে। চুরি কাণ্ডের তদন্ত করছে পুলিশ। সাম্প্রতিককালে গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় চিন্তিত গোটা ব্যবসায়ী মহল।

ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৯ এপ্রিল: আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির বিশিষ্ট সমাজসেবক ও দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপ-সভাপতি শ্রী রাজেশ কুমার গোয়েল।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দীপ প্রজ্বালন, ডঃ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও অতিথিদের সংবর্ধনার মাধ্যমে। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশীষ কুমার বৈদ্য স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরাও তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এম.এম.টি.টি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও আই.এম.টি.টি.আই-এর আঞ্চলিক পরিচালক প্রদীপ আচার্য্য।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রাঘব চন্দ্র নাথ, শশী গোয়েল (পরিচালক, নির্মাণ বিভাগ, দিল্লি), তাপস মজুমদার।অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে শিল্পীরা গান, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করেন। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর জীবন, কর্ম এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেন।

অনুষ্ঠানটি ছিল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক ও অনুপ্রেরণাদায়ক, যা দর্শকদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

বন্যায় ব্যবহারের জন্য বিলোনীয়া ও শান্তিরবাজারের এসডিএম'র হাতে বোট তুলে দিলেন সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজ সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যাবহার করার জন্য ২টি বোট বিলোনীয়া এবং শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেন। বোটগুলি এসডিআরএফ তহবিল থেকে কেনা হয়েছে। সমবায় মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জানান, বন্যা প্রবণ এলাকায় ব্যবহারের জন্য আরও বোট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানের পর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি সাংবাদিক সম্মেলনে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বন্যা ও ভূমি ধ্বস মোকাবিলায় মহড়ার বিষয় তুলে ধরেন।

তিনি জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বন্যা ও ভূমি ধ্বস মোকাবিলায় ৮টি জায়গায় বিপর্যয় মোকাবিলা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় পুলিশ, টিএসআর, বিএসএফ, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সহ আপদামিত্র, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্যগণ অংশ নেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক হেমন্ত দেববর্মা, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি চাকমা প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেশীর দ্বারা শারীরিকভাবে হেনস্থার শিকার মহিলা, থানায় মামলা

আগরতলা, ৯ জুলাই: সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর দ্বারা শারীরিকভাবে হেনস্থার শিকার হলেন এক মহিলা। মহিলার স্বামীকেও বেধড়কভাবে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নির্যাতিতা মহিলা গত শনিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ বাচ্চাকে নিয়ে নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই তাদের সামনে দিয়ে একটি গাড়ি খুব দ্রুতগতিতে যায়। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মহিলা গাড়ির চালকদের বলেন এতো দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার ফলে এখনই দুর্ঘটনার শিকার হতে পারতেন মহিলা ও তার বাচ্চা। আর এই কথাতেই বাঁধে বিপত্তি। অভিযোগ প্রতিবেশী লিটন মিয়ার ছেলে সেই গাড়িতে ছিলেন। তারা মহিলাকে খুব খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

এদিকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মহিলার স্বামী ছুটে আসলে মহিলার স্বামীকে বেধরক ভাবে মারধর করে লিটন মিয়া এবং তার দুই ছেলে। একটা সময় প্রাণ বাঁচাতে স্বামী পালিয়ে গেলে ওই মহিলাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে লিটন মিয়া ও তার ছেলেরা। অভিযোগ, মহিলাকে টেনে হিচড়ে সামনের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মহিলাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে ওই তিন অভিযুক্ত।

এদিকে মহিলার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে নির্যাতিতা মহিলাকে উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন মহিলার চিৎকার শুনে তারা ছুটে এসে দেখেন জঙ্গলের পাশেই ওই মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে তিন অভিযুক্ত। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা। এদিকে মহিলার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছেন তিন অভিযুক্ত। যদিও ঘটনার তিনদিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ এই ঘটনা এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ লিটন মিয়া এবং তার ছেলেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এক নিরীহ মহিলাকে বাড়িতে একা পেয়ে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সুবিচারের দাবিতে ইতিমধ্যেই রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই নির্যাতিতা মহিলা। এখন দেখার প্রশাসন ওই মহিলাকে কিপ্রকারে সাহায্য করে।

শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের উদ্যোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ৯ জুলাই: শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের উদ্যোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত করা হয়।

বর্তমান সময়ে ভারী বর্ষার ফলে বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। বিগত বছরে দক্ষিনজেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে করে দক্ষিন জেলায় ব্যাপক হারে ক্ষতি হয়েছে।

হঠাৎ করে বর্ষার জলে সমগ্র এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পরে ও বর্ষায় মোকাবিলার সঠিকভাবে প্রস্তুতি না থাকার ফলে অধিকাংশ লোকজনেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পরে। বর্তমান সময়ে টানা বর্ষার প্রভাব দেখে বুধবার সকালবেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার গার্ধাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়া, মুহুড়ীপুর ও শান্তির বাজার মুকুট অডিটরায়াম সংলগ্ন এলাকায় মহকুমাশাসকের উদ্যোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত করা হয়।

মহকুমা শাসকের উদ্যোগে আজকের এই মহড়ায় টিএসআর নবম বাহিনী , শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মী, আরক্ষাদপ্তরের কর্মী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ কর্মীরা অংশগ্রহন করে।

এই মহড়ায় ভূমিধ্বস ও জল থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় ও মহকুমাশাসকের পক্ষ থেকে কিভাবে লোকজনেরা সাহায্য পেয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে তা নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জুলাই: উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় উদ্বোধন হলো ডিএনএ ক্লাবের। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শিল্পী দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সূত্রধর, চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতি শুক্ল দাস ,সমাজসেবক বিশ্বজিৎ মারাক ও বিনয় দাস , বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট জীববিদ্যার শিক্ষক পার্থসারথি দাস এবং ডিএনএ ক্লাবের

কো-অর্ডিনেটর উত্তম চক্রবর্তী।সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করে উল্লিখিত অতিথীরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোমতি জেলা শিক্ষা অধিকারী কল্যাণ ভদ্র, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট জীববিদ্যার শিক্ষক পার্থসারথি দাস, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শিল্পী দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন।জনজাতি নৃত্য পরিবেশন করেন একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা। ডি এন এ ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা , উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন জেলা শিক্ষা অধিকারীক কল্যাণ ভদ্র এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পার্থসারথি দাস। বক্তারা ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজী কাউন্সিল দ্বারা আর্থিক ভাবে সহায়তা করে বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও ভেষজ উদ্ভিদ সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের অনেক স্কুলে এই ধরনের ডিএনএ বা ডিপার্টমেন্ট অফ বায়ো টেকনোলজি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুলে স্কুলেএই কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।যেখানে নিম, তুলসী বাসক পাতা, আমলকি, হরিতকী, বহেরা, এলেবোরা, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার এবং মাশরুম চাষ সহ ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্ব ও জীবিকা নির্বাহের উপর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। স্কুলে বাগান তৈরি করে সেগুলো পরিচর্যা করা এবং তার ব্যবহার করা শেখানোই হচ্ছে ডিএনএ ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন হয়।ডিএনএ ক্লাবের উদ্বোধন করে বক্তারা সমাজে তার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সিআরসি সেন্টারের সিআরপি বা ক্লাস্টার রিসোর্স পারসন অপুরাম সরকার। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথা বৃষ্টির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং এলাকার সুনাগরিকবৃন্দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সোনামুড়ায় ধর্মঘটের কোনো প্রভাব দেখা যায়নি, বললেন বিএমএস'র সম্পাদক

আগরতলা, ৯ জুলাই : সোনামুড়ায় ধর্মঘটের কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। আজ যানবাহন স্বাভাবিক ছন্দে চলাফেরা করছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন সোনামুড়া মোটরস্ট্যান্ডে বিএমএস'র সম্পাদক ইউসুফ মিয়া।

প্রসঙ্গত, ভারত বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস, হিন্দ মাজদুর সভা, সেল্ফ-এমপ্লয়েড উইমেন'স অ্যাসোসিয়েশন, লেবার প্রগ্রেসিভ ফেডারেশন, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সহ আরও অনেক সংগঠন। ওই সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষক সংগঠন যেমন সংযুক্ত কিসান মোর্চা, রেলওয়ে, এনএমডিসি লিমিটেড, স্টিল শিল্পের শ্রমিক সংগঠন ও গ্রামীণ শ্রমিক সংগঠনগুলিও এই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। মূলত, সংসদে পাশ হওয়া চারটি নতুন শ্রম কোডের বিরোধিতা এই আন্দোলনের কেন্দ্রে।

শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, এই কোডগুলি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করে, কাজের সময় বাড়ায় এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দায়িত্ব কমিয়ে দেয়। সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং বৃদ্ধি এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রসারএসবেরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

কিন্তু সেই ধর্মঘটের কোন প্রভাব পড়ল না রাজ্যে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাজার হাট, দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে এবং যানবাহনও চলাচল শুরু করেছে।রাজ্যের সর্বত্রই স্বাভাবিক জনজীবন, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস, সর্বত্রই স্বাভাবিক রয়েছে। এই ধর্মঘট ঘিরে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গোটা রাজ্যে পুলিশ, টি এস আর এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

সোনামুড়া মোটরস্ট্যান্ডে বিএমএস'র সম্পাদক ইউসুফ মিয়া বলেন, সোনামুড়ায় ধর্মঘটের কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। আজ যানবাহন স্বাভাবিক ছন্দে চলাফেরা করছে। কোথাও ধর্মঘট ঘিরে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

দুর্লভনারায়ণ বাজারে উত্তেজনা
ব্যবসায়ীদের দোকানপাট খুলতে বাধ্য করা হচ্ছে, অভিযোগ

আগরতলা, ৯ জুলাই : দশটি ট্রেড ইউনিয়নের আহব্বানে গোটা দেশব্যাপী ভারত বনধকে ঘিরে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্লভ নারায়ণ বাজারে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বাজারের ব্যবসায়িকদের দোকাটপাট খোলার জন্য কিছু যুবক বাধ্য করছেন। এমনকি, বাড়ি থেকে ডেকে এনে দোকান খোলার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। দুর্লভ নারায়ন এলাকার যুব নেতৃত্ব মোঃ সেলিম বলেন, কাঁঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে বঝায় থাকে তার জন্য যাত্রাপুর থানার উদ্যোগে স্পেশাল ভাবে টি এস আর জোয়ান ও সিআরপিএফ জোয়ান নজর দাড়ি অব্যাহত রেখেছ। কাঁঠালিয়া সিপিআইএম অফিস প্রাঙ্গনে দেখা গেল একেবারে চার থেকে পাঁচজন সিআরপিএফ জোয়ান দাঁড়িয়ে নজর রাখছে যাতে করে কোনরকম হামলা হুজ্জুতি না হতে পারে।

এছাড়া ,কাঁঠালিয়া মোটরস্ট্যান্ডে বেশ কয়েকজন সিআরপিএফ জোয়ান চতুর্দিকে দোকান কান খোলা রেখে নজরদারি রেখেছে। অপরদিকে, যাত্রাপুর থানার পুলিশ অফিসার সূত্রে জানা গেল কোন এলাকার বিভিন্ন হাটবাজারে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতে পারে। এদিকে, যাত্রাপুর থানায় এলাকায় এখন অব্দি আশি শতাংশ দোকানপাট বন্ধ। তাছাড়া এডিসি ভিলেজের হাট বাজার গুলি ও একেবারে বন্ধ। তার কারণ, একদিকে বিরামহীন বৃষ্টি চলছে সর্বত্র, এখন অব্দি ৪৮ ঘন্টা টানা বৃষ্টি। ঘর থেকে প্রয়োজনে বের হওয়া মানুষের এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে, একেবারে গৃহবন্দী। প্রকৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে এই বন্ধ অনেকটাই সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। এমনটাই এলাকার জনগণের ধারণা।

ইন্ডাস টাওয়ার্স আসামের কাছাড়, মণিপুরের ইম্ফল এবং ত্রিপুরার বন্যা কবলিত জনগণের মধ্যে ১,০৩০টি ড্রাই রেশন কিট বিতরণ করল

আগরতলা ৯ জুলাই : উত্তর-পূর্ব ভারতে ভয়াবহ বন্যার মধ্যে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ টেলিকম অবকাঠামো কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ইন্ডাস টাওয়ার্স, সংকটের সময়ে সম্প্রদায়ের সহায়তার প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। তাদের প্রধান সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) উদ্যোগ, প্রগতির অধীনে, কোম্পানিটি আসামের কাছাড়, মণিপুরের ইম্ফল এবং ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কিছু এলাকার পরিবারগুলিতে ১,০৩০টি ড্রাই রেশন কিট বিতরণ করেছে।

এই মানবিক প্রচেষ্টাটি নর্থইস্ট সেন্টার ফর ইক্যুইটি অ্যাকশন অন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (এনইএআইডি) এর সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল। ইন্ডাস টাওয়ার্সের কর্মীরা বিতরণে সহায়তা করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্ডাস টাওয়ার্স লিমিটেডের সার্কেল সিইও রাজেন্দ্র সিং গুরুং বলেন, 'ইন্ডাস টাওয়ার্সে আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সময়োপযোগী এবং অর্থবহ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের ইন্ডাস কর্মীরা এই মানবিক কাজে সক্রিয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন এবং জরুরি খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবারগুলিকে পুনরুদ্ধারের পথে সাহায্য করেছেন।'

এনইএআইডির সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেরাজ আহমেদ বলেন, 'বিধ্বংসী বন্যার কারণে হাজার হাজার পরিবার অসহায় অবস্থায় আছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খুব কম সরবরাহ রয়েছে। ইন্ডাস টাওয়ার্সের সহায়তায়, আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে, জরুরি প্রয়োজনে থাকা মানুষদের কাছে সময়মতো ত্রাণ পৌঁছানো নিশ্চিত করতে এবং তাদের তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা উভয়কেই সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দক্ষিণ জেলার প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: দক্ষিণ জেলার প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত ইতিমধ্যেই তিনবার কৃষকদের বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি তুলে দিয়েছেন। জেলা পরিষদ এলাকা ছাড়াও দ্বিতীয়বার কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদানে জেলার এডিসি ভিলেজ গুলিকে সংযুক্ত করেছেন। এইবার পঞ্চায়েত, এডিসি ভিলেজ ছাড়াও প্রথমবার পুর ও নগর এলাকাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ বিলোনিয়া কৃষি গোডাউন থেকে বগাফা ব্লক এবং শান্তির বাজার পুর এলাকার মোট ১২৩ জন কৃষক কে মিনি ট্রাক্টর এবং ১০ জনকে স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়। বিলোনিয়া কৃষি গোডাউনে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত জানান এই নিয়ে তিন দফায় দক্ষিণ জেলার কৃষকদের মোট ৭৯০ টি মিনিট অ্যাক্টর এবং ১০০০ এরও বেশি স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার উইডার দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরো দেওয়া হবে। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সরকার এর লক্ষ্য কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করা। কারণ কৃষকরা হল আমাদের মেরুদন্ড, মূল ভিত্তি অন্নদাতা। তাই কৃষকদের উন্নয়ন করাই হলো প্রধান লক্ষ্য। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কৃষক বঞ্চনার তথ্য তুলে বিগত বাম সরকারের সমালোচনা করেন। বলেন প্রধানমন্ত্রী যাওয়া উপহার গুলি আজ আপনাদের অর্থাৎ কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণ করা। কৃষকদের বিকশিত করা। আর কিশোরদের বিকশিত করতে পারলেই দেশ বিকশিত হবে। বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কৃষকরা তারা নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে সরকার জেলা পরিষদ মন্ত্রী এবং বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানান।

টি. এস. আরের বৃক্ষরোপন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

মঙ্গলবার টি এস আর ১ নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুষ্ঠানের অতিথি বুনিয়াদী শিক্ষা দফতরের কিচেন গার্ডেন এর পরামর্শদাতা তথা বানীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজ রায়, টি.এস, আর ১নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী, বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কমিটির সদস্য লিপি ব্যানার্জী ও বীরবন্ধু প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা বড়ুয়া। উদ্বাধনী সঙ্গীত শেষে বীরবন্ধু প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রীরা সমবেত নৃত্য, আবৃত্তি ও যোগা প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানের অতিথি মনোজ রায় পৃথিবীকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপনের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের বনায়নের প্রতি একাত্মতা বাড়ানোতে অভিভাবকদের আবেদন জানান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বক্তব্য শেষে কচিকাচাদের হাতে বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার পক্ষ থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেয়া হয়। অবশেষে অনুষ্ঠান স্থলে বিভিন্ন ফলের চাড়া রোপন করেন কমান্ডেন্ট ভানুপদ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষিক সোমা বড়ুয়া, শিক্ষক মনোজ রায় ও শিল্পি লিপি ব্যানার্জী।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কৃষ্ণপুরে পিকেটিং বিজেপির, রাস্তায় নামলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুলাই: কেন্দ্রীয় দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রতিবাদে আজ ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে সকাল থেকেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা সক্রিয়ভাবে পিকেটিং-এ অংশ নেন। এলাকার বাজার, রাস্তাঘাট যান চলাচল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক জনজীবন বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর ডাকা বন্ধে কোনো প্রভাব পড়েনি। রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একাধিক স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং উপস্থিতির হার নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান